দুরন্ত অভিযান!
সুবর্ণ নদীর স্বর্ণরেণু

বিদেশী পটভূমিকায় এক দুরন্ত অভিযান

# সুবর্ণ নদীর স্বর্ণরেণু

ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

রে অ্যাণ্ড এসোসিয়েটস্ ( পাবলিশিং )
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৬শে জানুয়ারি ১৯৮৩



প্রকাশক ঃ
পীযুষ রায়
রে অ্যাণ্ড এসোসিয়েটস্ ( পাবলিশিং )-এর পক্ষে
২ গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

মুদ্রক ঃ
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরু প্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
অজয় ঘোষাল

মূল্য ঃ আট টাকা

পরিবেশক ঃ
অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬ কলেজ রো
কলকাতা-৭০০০০৭

স্বর্গতা মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

'ঝলমল' শারদীয়া পত্রিকাতে প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার এই উপন্যাস সাড়া জাগিয়েছে জানলাম। তাই কিছুটা পরিবর্ধিত করে 'সুবর্ণ নদীর স্বর্ণরেণু' পুস্তককারে প্রকাশিত হলো। আশাকরি এ-গ্রন্থ আনন্দই দেবে।

ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়
'কবিতা ভবন', আন্দুল
হাওড়া

জন গ্রাণ্ট এ অঞ্চলের সব থেকে ধনী লোক। বয়স খুব বেশি নয়। স্বাস্থ্যবান চৌকস যুবক সে। তার একটা জাহাজী কারবার আছে। তারই দৌলতে এত বড় ধনী হয়েছে সে। সারা ছুনিয়া ঘুরে বেড়ায় তার সওদাগরী জাহাজগুলো। তার সব থেকে সেরা বন্ধু হলো মাইকেল গ্রাহাম। সেও যুবক। সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান। যোগ্য লোকের সঙ্গে যোগ্য লোকেরই বন্ধুত্ব হয়েছে। নিয়মটাও তাই।

সেদিন সবেমাত্র সকাল হয়েছে। পুব আকাশে সোনালী সূর্যের আভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাখিগুলো এইমাত্র জেগে উঠে চারিদিকে ছুটোছুটি করছে। কণ্ঠে তাদের কলকাকলী। জন গ্রাণ্টের বাড়ি এসে হাজির হলো তার বন্ধু মাইকেল গ্রাহাম। এসেই বললো সে হাঁফাতে হাঁফাতে, 'খবরটা শুনেছো?'

'খবরটা কি বলো তো?' বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো জন গ্রাণ্ট। 'কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা পাওয়া যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার সুবর্ণ নদীর তীরে!' মাইকেল গ্রাহাম সংবাদটা জানাল তার বন্ধু গ্রাণ্টকে। সংবাদটা শুনে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতেই পারলো না গ্রাণ্ট আনন্দের চোটে। অনেকক্ষণ পরে আনন্দের উত্তেজনা কমলে সে তার বন্ধুকে বললো, 'তাহলে তো অস্ট্রেলিয়ার দিকে জাহাজ ভাসাতে হয়।'

'আমি তো সেই কথাটাই বলতে এসেছি তোমাকে।' মাইকেল গ্রাহাম আনন্দে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লো। কথা তো নয়, যেন সোনা ঝরে পড়লো একমুঠো।

'কোন জাহাজখানা নেবো বলো তো?'

'সব চাইতে বড় জাহাজখানাই সঙ্গে নিতে হবে।'

'তাহলে জেনারেল গ্রাণ্টকে এই কাজে আমরা অবশ্যই লাগাতে পারি, তুমি কি বলো? ওটাই তো আমার সব থেকে বড় জাহাজ!'

'ওটাতেই হবে। চমৎকার হবে।'

তারপর অনেক পরিকল্পনা হলো দুই বন্ধুতে মিলে। সারাদিন এইভাবে পরিকল্পনা করেই কাটলো তাদের। অনেক কাগজ, অনেক কালি ও অনেক সিগারেট পুড়লো। গ্রাণ্টের বাড়িতেই সেদিনের দ্বিপ্রাহরিক আহার সারলো মাইকেল গ্রাহাম। আনন্দেই দিনটা কাটলো তাদের। স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল সারাক্ষণ দুই বন্ধুতে মিলে। মাইকেল গ্রাহাম আর জন গ্রাণ্ট। মাথায় অনেক দায়িত্বের বোঝা। ক্রমে ক্রমে সে কথাগুলো একে একে স্মরণে এলো তাদের। কতজন সঙ্গে যাবে তাদের। কাকে কাকেই বা সঙ্গী করা হবে? এই সব চিন্তা করতে লাগলো তারা দুই বন্ধু। একসময় জন গ্রাণ্ট বলে বসলো হঠাৎই, 'রাতটা এখানেই থেকে যাও। অনেক কাজ আছে।'

'বেশ তাই থাকবো। বলো আর কি করতে হবে?'

'তোমার বাড়িতে একটা সংবাদ পাঠাই আগে।'

'হ্যাঁ, তাই করো। তোমার চাকরটা কি নাম যেন, কোথায় সে। তাকে তো সারাদিন দেখলাম না।'

'হাবসীর কথা বলছো?'

'হ্যাঁ। ওই একমাত্র বিশ্বস্ত।'

'হাবসী বাড়িতেই আছে। আমি ওকেই ডেকে পাঠাচ্ছি।'

'তাই পাঠাও। ওকে ভরসা করা যায়।'

জন গ্রাণ্টের একজন ভৃত্য ছিল। ক্রীতদাসই সে। গ্রীসের বাজার থেকে একদিন তাকে জন গ্রাণ্টের বাবা কিনে এনেছিলেন। খুব কম দামেই কিনেছিলেন তিনি এই হাবসীকে। মাত্র সাত ডলারে। ক্রীতদাস প্রথা এক সময় ভালই ছিল বলতে হবে। বিশ্বস্ত ক্রীতদাস পাওয়া যেত ক্রীতদাসের বাজারে কিনতে। দামও খুব একটা বেশি ছিল না। হাবসীকে ছোট বেলাতে তার বাবা কিনেছিলেন। আজ হাবসী সাবালক হয়েছে। জন গ্রাণ্টেরই সমবয়সী সে। গায়ে দারুণ ক্ষমতা। লম্বায় পাকা ছ' ফুট। গড়নে ছোটখাটো একটা দৈত্যের

মত। আফ্রিকা মুলুক হচ্ছে হাবসীর জন্মভূমি। সুদূর আফ্রিকা থেকে চুরি করে মগ দস্যুরা গ্রীসের ক্রীতদাস বাজার এক সময় সরগরম করে রাখতো। আজ আর সেদিন নেই। মানুষ ক্রমশঃ সভ্য হচ্ছে। সুতরাং ক্রীতদাস প্রথাও বিলোপ হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে, অতি ধীরে।

যাই হোক হাবসীকে দিয়েই মাইকেল গ্রাহামের বাড়িতে সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আজ রাতে গ্রাহাম তার বন্ধু গ্রাণ্টের বাড়িতেই থাকবে। অনেক কাজ এখন তাদের করতে হবে। দুই বন্ধুতে মিলে অনেক পরামর্শও আছে। রাত হয়ে গেছে অনেক। রাতের আহারে বসলো দুই বন্ধু। খেতে খেতেও পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তাই হবে আর কি। মুঠো মুঠো সোনার গুঁড়ো পড়ে আছে সুবর্ণ নদীর তীরভূমিতে। অনাদরে অবহেলায় তারা পড়ে আছে। কেউ নেবার নেই। কাঁড়ি কাঁড়ি শুধু স্বর্ণরেণু তুলে আনতে পারলেই হলো। কেউ বাধা দেবার নেই, কেউ আটকাবার নেই, কেউ ভাগীদার হবার নেই। শুধু মেহনত করে যেতে হবে জাহাজ ভাসিয়ে। অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা থেকে অনেকটা দূর বটে। তবে বিনা পরিশ্রমে কি সোনা পাওয়া যায়? সুবর্ণ নদীর তীরে অবশ্যই যেতে হবে বৈকি। তবেই তো সোনা মিলবে। রাশি রাশি নদীর তীরের বালি আর লৌহচূর্ণের সঙ্গে মিলিয়ে আছে স্বর্ণরেণু, তুলে তাদের আনতেই হবে। মরণ পণ।

রাতের আহারের টেবিলে আবার একবার দুই বন্ধুর আলাপ আলোচনা শুরু হলো। আনন্দে শুধু নাচতে ইচ্ছে করছে তাদের। খাবার ইচ্ছাটা একেবারে উধাও হয়েছে কোথায় কে জানে? আনন্দে মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা লোপ পেয়ে যায়। অনেক রাত পর্যন্ত পরিকল্পনা খসড়া করতেই কাটলো দু'জনের। একবার তারা দু'জনে ঘরের মধ্যে কলের গানটা চালিয়ে দিয়ে বেশ খানিকটা নেচে নিল। আনন্দের খানিকটা প্রশমিত হলো তাতে। সোনার স্বপ্নে দু'জনে একেবারে বিভোর। অস্ট্রেলিয়ার সুবর্ণ নদীর তীর যেখানে বালির

সঙ্গে স্বর্ণরেণু মিশে আছে গ্রাহাম পকেট থেকে আর একবার সেই মানচিত্রখানা খুলে মেলে ধরলো বন্ধু গ্রাণ্টের চোখের সামনে।

'আর কাকে নেবো তাহলে আমাদের সঙ্গে?' ম্যাপখানায় চোখ রেখে জন গ্রাণ্ট কথাগুলো ছুঁড়ে দিল গ্রাহামের দিকে। গ্রাহাম খানিকটা সোনার স্বপ্নে আনমনা হয়ে পড়েছিল। তাই কথাটা আবার বললো জন গ্রাণ্ট তার বন্ধু গ্রাহামকে, 'লোকগুলোর নাম বলো আমি লিখে নি।'

অন্যমনস্ক ভাবখানা জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে গ্রাহাম বন্ধুকে একটা নামের তালিকা পেশ করলো: মার্শাল, লয়েড, মন্টিকার্লো আর জোন্সকে আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। ওদের অগাধ টাকা আছে। যেতে তো প্রচুর খরচ হবে তাই না?

'তা হবে বৈকি। কিন্তু প্রাপ্তিটার দিকে দেখ, এক জাহাজ সোনার গুঁড়ো—দাম কত হবে তাই বলো।'

'তা তো বটেই কিন্তু খরচাটা আগেই করতে হবে না কি?'

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। তাহলে ওদের নামই লিখে নিলাম, কিন্তু ওদের সংবাদ পাঠাতে হবে তো? কটা বেজেছে দেখো তো —আমার ঘড়িটা আবার নাচতে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে দেখছি।'

'এখন রাত ঠিক দশটা।'

'সংবাদটা এখুনি পাঠানো দরকার।'

'আগামী কাল হবে'খন।'

'পাগল নাকি। অত দেরি করার কোন মানে আছে?'

'তাহলে।'

'হ্যাঁ এখুনি—হাবসী।'

জন গ্রাণ্টের তর সইছে না। পারলে আজ রাতেই জাহাজ ভাসাতে পারে সে, এমনি ধারা অবস্থা তার। স্নায়বিক উত্তেজনাটা তার অনেকটাই বেড়ে গেছে স্বর্ণখনির সন্ধান পেয়ে। এর জন্য বার বার ধন্যবাদও দিয়েছে সে তার বন্ধু গ্রাহামকে। তার ডাকে

হাবসী এসে হাজির হলো। হাবসী সকাল থেকে কিছুই বুঝতে পারছে না। দুই বন্ধুকে আজ যেন ভূতে পেয়েছে। কখনো হাসছে, কখনো নাচছে, কখনো বা আনন্দে ডিগবাজি খাচ্ছে।

'বলুন সাব্ কি করতে হবে আমাকে ?' ক্রীতদাস হাবসী তার কাজের বহরটা জানতে চাইল। জন গ্রাণ্টের চিঠি তৈরি ছিল। চারজন আরো ধনী ব্যক্তিকে তারা তাদের সঙ্গে নিতে চায় এই স্বর্ণ অভিযানে। আজ রাতেই দেখা করা চাই। জরুরী তলব। তর সইছে না জন গ্রাণ্টের। রাতের মধ্যে সব শেষ করে কালই জাহাজ ছাড়তে চাইছে সে সুবর্ণ নদীর তীরাভিমুখে। সুদূর অস্ট্রেলিয়া।

'এই চিঠিগুলো দিয়ে তাদের এখানে ধরে আনবে।'

'তাই হবে সাব। আমি এখুনি যাচ্ছি।'

'যাও জল্‌দী।'

হাবসী চলে গেল। জন গ্রাণ্ট আর মাইকেল গ্রাহাম দু'জনে আর একবার প্রাণ খুলে নাচতে লেগে গেল। জেনারেল গ্রাণ্ট কাল বৈকাল তিনটে নাগাদ অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে। শুধু সোনা, সোনা আর সোনা। কোটি ডলার খরচ হবে বটে কিন্তু আসবে ঘরে অনেক কোটি ডলার। চোদ্দ পুরুষ বসে খেলেও সে টাকা ফুরাবে না। এতো সোনা—সোনার হুণ্ডি একেবারে। তারা আনন্দে নাচতে লাগলো। শুধু তাই না, গানও গাইতে লাগলো। তারা দু'জনেই। জন গ্রাণ্ট আর মাইকেল গ্রাহাম। ওরা দুজনেই অবিবাহিত। সদ্য বাবা তাদের মারা যাওয়াতে প্রচুর টাকা ওদের হাতের মুঠোয়। তাই সিদ্ধান্ত যা নেবার ওরাই নেবে। মাথার ওপর খবরদারী করার কেউ নেই।

২

ওরা চারজন যখন এলো, রাত তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। হাবসী ওদের চারজনকেই সঙ্গে করে এনেছে। তার কাজে এতটুকুও ফাঁক বা ফাঁকি নেই। তাই তাকে জন গ্রাণ্ট খুবই পেয়ার করে।

তার দেখাদেখি জন গ্রাণ্টের বন্ধু মাইকেল গ্রাহামও তাকে খুবই বিশ্বাস করে। তাই তার ঘাড়েই যত দায়িত্বপূর্ণ কাজ পড়ে। ওকে তো সঙ্গে নিতেই হবে। এবং আর সঙ্গে নেবে জন গ্রাণ্টের ব্লাকি নামে কুকুরটাকে। কুকুরটা খুবই প্রভুভক্ত। ওর বাবার আমলের কুকুর। বাবার স্মৃতি হিসাবে ওই দুজনকেই জন গ্রাণ্ট তার সঙ্গীরূপে পেয়েছে। হাবসী আর ব্লাকি যাদের নাম। একজন ক্রীতদাস আর অন্যজন হল নিভাঁজ কালো একটা কুকুর।

ওরা চারজনেই একসঙ্গে হাবসীর পশ্চাত পশ্চাত এসে ঘরে প্রবেশ করলো। জন গ্রাণ্ট আগে থাকতেই তৈরি হয়ে ছিল। সে তাদের বললো, 'আপনারা সবাই প্রস্তুত তো? টাকাও নিশ্চয়ই সঙ্গে এনেছেন? কালই আমাদের জাহাজ ছাড়বে। সবাই সমান ভাগ পাবেন, কিছু ভয় নেই।'

আমরা তৈরি হয়েই এসেছি। এই টাকা রইল। ওরা সবাই খাবার টেবিলের ওপর টাকার পাহাড় ঢেলে দিল। টেবিলটা এতক্ষণে পরিষ্কার করাও হয় নি। হাবসী ছিল না। এবার সে টেবিলটা পরিষ্কার করে অতিথিদের জন্য খাত্ত পানীয় নিয়ে এলো। ব্লাকি এতক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে মাইকেল গ্রাহামের পায়ের কাছে বসে রইল। মুনিব তার খুবই ব্যস্ত, তাই।

'আপনারা খান, ইতিমধ্যে আমরা প্রয়োজনীয় একটা তালিকা বানিয়ে ফেলি। কি কি জিনিস সঙ্গে নিতে হবে তারই তালিকা আর কি।'

'হাঁ, তাই করো তোমরা, তোমাদের বয়স অল্প। আমরা তোমাদের কাছে বৃদ্ধ বৈকি।' মার্শাল কথাগুলো বলেই বীয়ারের বোতলটা একেবারে খালি করে দিল এক চুমুকেই। মার্শাল এখানকার লোক নয়। গ্রীস দেশে ওর বাস। এখানে বাণিজ্যের লোভে একদিন এসে এখানেই থেকে গেছে এই ফ্লোরিডা গ্রামে। সবাই তাকে মার্শাল খুড়ো বলেই ডাকে। মেজাজী লোক। এক সময় সৈন্যবাহিনীতে

ছিল। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতায় ব্যবসায়ী হয়ে বরাত ফিরিয়েছে হঠাৎ। সবাই তাকে খুবই মান্যগণ্য করে। কারণ তার প্রচুর টাকা আছে। সঙ্গে সব সময়ই একটা পিস্তল থাকবেই। সৈন্যবিভাগের বড় কর্তা তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ওই পিস্তলটা তাকে দিয়েছিল। তারই স্মৃতি-চিহ্ন ওটা। তাই সব সময়ই ওটা কাছে কাছেই থাকে।

'মোদ্দা কথা, সোনা আমাদের আনতেই হবে।' মন্টিকার্লো আর একটা বীয়ারের বোতল তুলে নিল। জুয়াড়ী লোক। জুয়ার কারবার খুলে বসেছে এই দ্বীপে; প্রচুর অর্থাগম হচ্ছে তারই সুবাদে। লাল রঙের ভেলভেট পোশাক তার খুবই প্রিয়। সব সময়ে ঘরে এবং বাইরে সে ওই পোশাকই পরতে ভালবাসে। জুয়াড়ী বলে একটু একগুঁয়ে আর রগচটা ধরনের লোক ওই মণ্টিকার্লো। জুয়া খেলতে আর নেশা করতে সমান ওস্তাদ সে।

'টাকার বদলে সোনার পাহাড় চাই, কি বলেন মন্টিকার্লো?' বৃদ্ধ লয়েড চিৎকার করে উঠলো—এটা আনন্দের চিৎকার তা সবাই বুঝতে পারলো।

কুকুর ব্লাকি সেই চিৎকারকে ছাপিয়ে ঘেউ ঘেউ স্বরে ডেকে উঠলো। হৈ চৈ একেবারেই বরদাস্ত করতে পারে না সে এবং তার মনিবও। তবু এটা নাকি আনন্দের অভিযানের রাত্রি তাই জন গ্রাণ্টই তা বরদাস্ত করে নিল এবং ব্লাকিকে চুপ করতে আদেশ দিল, 'ব্লাকি অসভ্যতা করো না, ওঁরা আমার মাননীয় অতিথি। চুপ কর তুমি, একদম চুপ।'

'মিঃ লয়েড, আপনার চিৎকারটা সত্যই অপ্রত্যাশিত হয়ে গেছে, আমারই সহ্য হচ্ছে না, তা ব্লাকির তো হবেই না।' জোন্স এতক্ষণ নীরবে বীয়ার পান করছিলেন। এতক্ষণে কথা কইবার সুযোগ নিলেন তিনি। উনি শান্ত শিষ্ট লেখক মানুষ। অনেকগুলো বই লিখে নামও করেছেন এবং টাকাও করেছেন প্রচুর। ষাটের কাছাকাছি বয়স হলে কি হয় অভিযানের নাম শুনলে লাফিয়ে ওঠেন। লেখার

কাজে লাগবে এই সুবর্ণ অভিযানের কাহিনী। তাই অতগুলো টাকা নিজের পকেট থেকে বা'র করে দিতে মোটেই কার্পণ্য করলেন না।

'আজকের রাত অবধি কথা বলার রাত। আপনারা সবাই যার যার অভিমত ব্যক্ত করতে পারেন। ব্লাকির ডাকে থমকে থেমে যাবেন না, বস্তুতঃপক্ষে কুকুর তো আর মানুষ হবে না কোনকালে।' জন গ্রাণ্ট অতিথিদের প্রাণ খুলে কথা বলার পূর্ণ সুযোগ দিল। গ্রাহামও নীরবে তাকে সমর্থন জানালো। তালিকা প্রস্তুতের কাজ শেষ হয়েই গিয়েছিল জন গ্রাণ্টের। টাকাগুলো এবার ড্রয়ারের মধ্যে তুলে রাখলো সে। প্রয়োজনীয় তালিকাটা সবাইকে এবার পড়ে শোনাতে লাগলো সে। গ্রাহাম খুব আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলো এবং আরো কিছু নিতে বাদ গেল কিনা তাই সংযোজনের ভার নিল সে। সব ভার ওদের দুজনের হাতে ছেড়ে দিয়ে ওই বৃদ্ধরা একেবারে নিশ্চিন্ত। লয়েড কিন্তু একটু সন্দিহান হয়েই রইল সারা রাত। ব্লাকির চিৎকারে সে যেন দমে গিয়েছিল। কিন্তু মন্টিকার্লো মোটেই দমবার পাত্র নয়। সে বললো, 'আসল জিনিসই বাদ পড়েছে হে ছোকরা, সাতটা বন্দুক অন্ততঃ আমাদের সঙ্গে নিতেই হবে। বিপদের ভরসাই হচ্ছে বন্দুক তা কি তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে?'

তার কথায় সবাই সমর্থন জানালো। লয়েডই শুধু কথা কইল না। সে চুপচাপ আহার পর্ব আর একবার সেরে নিচ্ছিল। বাড়ির আহারটা বড় তাড়াতাড়ি সারতে হয়েছিল কিনা তাই। জন গ্রাণ্ট কথাটা অনুমোদন করলো এবং তালিকার মধ্যে সাতটা বন্দুকও অন্তর্ভুক্ত হলো। তবু একবার সে মন্টিকার্লোর দিকে তাকিয়ে বললো, 'ছটাই তো যথেষ্ট, সাতটা কেন মিঃ মন্টিকার্লো?'

'হাবসীর জন্য একটা বাড়তি রইল আর কি—সেও আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই যাচ্ছে তা না হলে আমাদের খাদ্য পানীয় কে যোগাবে হে ছোকরা।'

'তা ঠিক।'

সবাই মন্টিকার্লোর বুদ্ধির তারিফ না করে পারলো না। এবার মার্শাল খুড়ো কথা বললো, 'আমরা তাহলে এখানেই খানিকটা গড়িয়ে নিতে পারি—আমার কিন্তু বড় ঘুম ঘুম পাচ্ছে।'

'বিছানা তৈরি। আপনি শুতে পারেন মার্শাল খুড়ো।'

'ধন্যবাদ। তোমরা যা করবে তাতেই আমার পূর্ণ সমর্থন রইল। খাওয়াটা বেশি হয়ে গেছে।' হাই তুললো মার্শাল খুড়ো। একটা বিরাট হাই।

আর কোন কথা না বলে মার্শাল খুড়ো খাটের বিছানাতে ধপাস করে শুয়ে নাক ডাকাতে লাগলো। জন গ্রাণ্ট এবং মাইকেল গ্রাহাম এবার এক প্রকার নিশ্চিন্ত হয়ে হাবসীকে তালিকাখানা ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'আগামী কাল তিনটের সময় জাহাজ জেনারেল গ্রাণ্ট সাগরে পাড়ি জমাবে, তার মধ্যে এই সমস্ত জিনিস যোগাড় করা চাইই চাই। আর একটা কথা, তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে হাবসী। কি খুশি তো?'

'খুব খুশি সাব্। আমি এখুনি সব যোগাড় করে ফেলছি।' তালিকাখানি ছোঁ মেরে সে একপ্রকার জন গ্রাণ্টের হাত থেকে নিয়ে গেল। তারও যেন আর তর সইছে না। জন গ্রাণ্টই তাকে ডেকে ফেরালো, 'আরে চললে যে বড় শুধু হাতে, টাকা নিয়ে যাও। না, তারও দরকার নেই?'

'বহুত খুব সাব্, আপনি যদি আদেশ করেন বিনা টাকাতেই এ বান্দা সব আনতে পারে। জন গ্রাণ্ট কি এখানে অপরিচিত?' হাবসী এক গাদা টাকা নিয়েই শেষ পর্যন্ত বের হয়ে গেল। তার বুদ্ধির তারিফ আর একবার সবাই করতে লাগলো। মাইকেল গ্রাহাম তো হাবসীর আর একটা পরিচয় পেয়ে একেবারে অবাক মানলো। ব্লাকিও হাবসীর সঙ্গে চলে গেল। ও জানে এ বাড়িতে হাবসীর সঙ্গে তার মর্যাদা প্রায় একই ধরনের।

রাত গভীর হয়েছিল। একে একে সবাই ঢালা বিছানায় শুয়ে পড়েছিল। মার্শাল খুড়োর সঙ্গেই লয়েড শুয়েছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে মন্টিকার্লো আর জোন্স শুয়ে পড়েছিল। শোবার আগে মন্টিকার্লো বলেছিল, 'যা করবে খুব বিচার বিবেচনা করে করবে, হুট করে কোন কাজ করা মোটেই বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়।'

'তাই হবে মিঃ মন্টিকার্লো, আপনার উপদেশ মতই চলবো আমরা, কিন্তু নাবিক কি কুড়ি জনই নেওয়া হবে?' গ্রাণ্ট জিজ্ঞাসা করলো। মন্টিকার্লো—ঘুমে তখন তার চোখের পাতাগুলো থরথর করে কাঁপছিল। শুকতারাটা আকাশের পশ্চিম কোণে একেবারে ঝুলে পড়েছে। রাত্রি আর বেশি বাকিও নেই।

'হ্যাঁ, তাই যথেষ্ট হবে। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট, এটাও কি বলে দিতে হবে হে ছোকরা।' জড়িয়ে জড়িয়ে কথাগুলো বলে মন্টিকার্লো। এ যেন এক মস্ত জুয়া খেলায় নামছে সে। জীবনের সব থেকে বড় জুয়া খেলায়। হার হলে সর্বস্ব যাবে একেবারে। মারি তো গণ্ডার গোছের কথা আর কি। জন গ্রাণ্ট আর মাইকেল গ্রাহামই শুধু সারা রাত জেগে রইল টুকিটাকি আরো কত কি লাগে তারই তালিকা প্রস্তুতের কাজে। তা ছাড়া মানচিত্রখানাও আর একবার দেখার প্রয়োজন বোধ করলো তারা। না, আরো দুটি প্রাণী তাদের সঙ্গে সে রাত্রে বিনিদ্র ছিল। তারা হচ্ছে ক্রীতদাস হাবসী আর কুকুর ব্লাকি।

শেষবারের মতো দুই বন্ধু মানচিত্রখানার ওপর ঝুঁকে পড়লো। অস্ট্রেলিয়ার এই সেই নদী যার নাম গোল্‌ডেন রিভার। ওরা এর নামকরণ করেছে স্বুবর্ণ নদী। ভারত সাগরে এসে নেমেছে ওই নদী। ওরই পাড়ের বালুকা রাশিতে সোনার গুঁড়া ছড়ানো আছে। ওরা যাবে আর তাই জাহাজ ভর্তি করে কুড়িয়ে আনবে। ব্যাস্।···

৩

ফ্লোরিডা বন্দর থেকে জাহাজ জেনারেল গ্রান্ট যখন ছাড়লো তখন ঘড়িতে ঠিক তিনটে বেজেছে। জাহাজটা বরাবর অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাবে। স্বুবর্ণ নদীটা ওখানেই। এবং তারই তীরের বালুকারাশিতে আছে সোনার রেণু। স্বর্ণ অভিযানের এই হলো শুরু। অতলান্তিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে তরতর করে. ভেসে চলেছে জেনারেল গ্রান্ট জাহাজখানা। জাহাজের ক্যাপ্টেন জন গ্রান্ট নিজে, গ্রাহাম তার সহকারী।

'সমস্ত পাল তুলে দাও।'

ক্যাপ্টেনের আদেশে জাহাজের সব কটি পালই তুলে দেওয়া হলো। হাল শক্ত করে ধরে বসে রইল জন গ্রান্ট। রাশি রাশি সোনার স্বপ্ন তার চোখে মুখে দেহের সর্বত্র এবং মনেও। সূর্যের সোনালী আভা আরো সোনা ছড়াতে ছড়াতে এক সময় রাঙা হলো। পাটে বসার সময় হলো সূর্যদেবের। জলে কে যেন হঠাৎ মেজেণ্টা রং গুলে দিল। সাগরের জল লালে লাল। মার্শাল, লয়েড ওরা সবাই নাচে মেতেছে। আনন্দে আত্মহারা সবাই। নির্মেঘ আকাশ, তরঙ্গহীন শান্ত সাগর। তারই মাঝে একখানা বিরাট সাদা পাখি যেন। জেনারেল গ্রান্টকে দেখে তাই মনে হচ্ছিল। নাচার আগে লয়েড এসেছিল জন গ্রান্টের কাছে তার অনুমতি চেয়ে নিতে ঃ আমরা একটু আনন্দ করবো ক্যাপ্টেন —একটু নাচ গান করতে চাই আর কি। শেষের কথাগুলো চিৎকার করেই বলেছিল মিঃ লয়েড। ব্লাকি তাই আবার তাকে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ঘেউ ঘেউ করে তারস্বরে ডাকতে শুরু করেছিল সে। গ্রাহাম কাছেই ছিল ; হাবসীকে কি একটা কাজের নির্দেশ দিচ্ছিল।

'স্বচ্ছন্দে আপনারা নাচতে গাইতে পারেন।'

মিঃ লয়েড চলে গিয়েছিল বন্দুকখানা ঘোরাতে ঘোরাতে। গ্রাহাম এবার বন্ধু জন গ্রান্টকে বলেছিল, 'লয়েড নামক ব্যক্তিটি কিন্তু খুব সুবিধার নয়, ব্লাকি তাকে আগেভাগেই চিনে ফেলেছে।'

'তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?'

'বিশেষ কিছুই না—লয়েড লোক হিসাবে নিশ্চয়ই মন্দ এটা আমি বাজি রেখে বলতে পারি গ্রান্ট, তা না হলে ব্লাকি ওকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না কেন?'

'তা যাই হোক এখন তো চলো। ভবিষ্যতের কথা এখন থেকে ভেবে লাভ কি বন্ধু। ব্লাকিই ওকে জব্দ করতে পারবে, আমাদের প্রয়োজন হবে না। একথা জানো তো শয়তানের শাস্তি জানোয়ারের হাতেই।'

'হ্যাঁ জানি। চলো হাবসী, ওদিকে কাজগুলো সেরে ফেলি—আচ্ছা চলি। হাল কিন্তু শক্ত করে ধরে রেখো। এতগুলো প্রাণীর একমাত্র ভরসা তুমিই।'

'জানি বন্ধু। তোমরা আসতে পারো।'

গ্রাহাম আর হাবসী অন্যত্র চলে গেল। সমুদ্রের রং ক্রমশই রাঙা হতে হতে এক সময় কালো হয়ে এলো। সূর্য অস্ত গেল। যে সূর্য এক সময় ভোরে সমুদ্র থেকে জেগে উঠেছিল সে আবার সমুদ্রের গর্ভেই অস্ত চলে গেল।

হাবসীর এখন অনেক কাজ। এতগুলো লোকের রাতের আহার তাকেই তৈরি করে যোগান দিতে হবে। এরা সে কারণেই হাবসীকে সঙ্গে এনেছে। মিঃ মন্টিকার্লোই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ব্লাকিকেও সঙ্গে নিতে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন। অজানা অচেনা জায়গায় চরিত্র বুঝতে কুকুরের এক মিনিটের বেশি সময় লাগে না। পূর্ব থেকেই সে বিপদের গন্ধ পেয়ে সজাগ হয়ে ওঠে। ব্লাকি হচ্ছে তেমনই কুকুর যার একটা বংশ মর্যাদা আছে। বুলডগ আর অ্যালসেসিয়ানের সংমিশ্রণে ব্লাকির জন্ম। জন গ্রান্টের বাবা একে অনেক

টাকায় কিনে এনেছিলেন সুদূর গ্রেট বৃটেন থেকে। সাক্ষাৎ যমদূত, কুকুর তো নয়। মন্দ লোক চেনার ক্ষমতা এর অসাধারণ। তাইতো মিঃ লয়েড সম্বন্ধে তারা দুই বন্ধু অত্যন্ত সচেতন হয়ে আছে। ব্লাকি এক নজরেই তাকে চিনে ফেলেছে। অবশ্য ফলেন পরিচিয়তে।

দুটো শ্বেত পাখা মেলে সাগরের বুকে উড়ে চলেছে জেনারেল গ্রাণ্ট। কালো সাগর জলে ফসফরাস জ্বলছে। আকাশে এক পাল তারার মেলা। মাঝে মাঝে শুশক তিমি হাঙ্গর ভেসে ভেসে জাহাজের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এত আগুন সাগরে এত আগুন আকাশে; তবু মানুষ একদিন আগুনের সন্ধানে অনেক বছর তার সভ্যতার অজুহাতে ব্যয় করেছিল। নাবিকদের গান ভেসে আসছিল। মার্শাল-দের নৃত্যগীতের উত্তাল ধারা সাগরের বুকে যেন এক একটা ঢেউ তুলছিল। গ্রাণ্ট কর্তব্যে অটল কিন্তু। হাবসী এবং গ্রাহামও তাই। গ্রাণ্টের পাশেই ব্লাকি বসেছিল শান্ত হয়ে। সাগরের দৃশ্যে সেও যেন আচমকা বিহ্বল হয়ে গেছে। সবাইকার মনই আনন্দে নৃত্য করছে। স্বর্ণ জিনিসটা নাকি এমনি ধারাই। তার নামে তার স্বপ্নে শরীর মন মাতাল হয়ে ওঠে—পেলে তো আর কথাই নেই।

'রাতের খানা তৈরি সাব।' হাবসী এসে খবরটা দিল। ক্যাপ্টেন রাতের আহারের ঘন্টা দেবার পূর্বে হাবসীকে খাবার টেবিলে খাবার সাজাতে বলে দিল, 'খাবার সাজাও। বড় টেবিলটাতে খানা দেবে। আজ সবাই আমরা একসঙ্গে খাবো।'

'তাই হবে সাব।'

হাবসী চলে গেল। গ্রাহাম এলো। গ্রাণ্ট জাহাজের হালটা একটু পুব দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে গ্রাহামের দিকে তাকালো, 'কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ।'

'বলো।'

'মিঃ লয়েড দল পাকাতে শুরু করেছে।'

'আরে যেতে দাও।'

জন গ্রাণ্ট কথাটা কানেই নিল না। গ্রাহাম একটু মনক্ষুন্ন হলো তাতে। কথাটা এমনিভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মত নয়। অথচ গ্রান্ট কথাটা খুবই তুচ্ছ ভাবছে। গ্রাহাম নিজের কানে শুনেছে মিঃ লয়েডের চক্রান্ত। লোকটা যে সুবিধার নয় তা ব্লাকির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহামও বুঝেছিল। নাচতে নাচতে লয়েড ফিস্‌ফিস্‌ করছিল মার্শাল খুড়োর সঙ্গে। গ্রাহামই তা প্রথম জানতে পেরেছে।

'মার্শাল খুড়ো কি বুঝছেন?'

'তার মানে?'

'আমি বলতে চাইছি এই সোনা পাবে কারা?'

'আমরা সবাই সমানভাবে পাবো—চুক্তি হয়েছে তো তেমনিই। সুতরাং সোজা কথাটা আবার বুঝিয়ে বলতে হবে নাকি?'

'ব্যাপারটা অতো সোজা নয় মার্শাল খুড়ো।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ, ওরা দু'জনেই সব নেবে, আমরা শুধু ভূতের বোঝা বয়ে মরতে চলেছি বুঝেছো মার্শাল খুড়ো? সুতরাং খুব সাবধান; ভেবে-চিন্তে কাজে নামুন এখন থেকেই।'

'কি বলতে চাও লয়েড?'

'দল বেঁধে তবেই এগিয়ে যাও।'

'চুপ চুপ পরে কথা হবে। গ্রাহাম এদিকেই আসছে।'

ওরা দুজনেই চুপ করে গিয়েছিল। গ্রাহাম কথাগুলো সবই শুনেছিল আড়ি পেতে। খাবার টেবিল সাজানো হয়ে গেছে ততক্ষণে। খাবারের ঘণ্টাধ্বনি হলো ঢং ঢং ঢং। ওরা সবাই খাবার টেবিলে যে যার আসন নিয়ে বসলো। খাবারের খুসবুতে জাহাজখানা মৌ মৌ করছে। হাবসীর অনেক গুণের মধ্যে এটাও একটা চমৎকার সুন্দর গুণ—সে রাঁধতে পারে চমৎকার। গ্রান্ট ও গ্রাহাম পাশাপাশি বসলো। তারপর লেখক জোন্স এবং আর আর সকলে। নাবিক

কুড়িজন একেবারে ওদিকের সারিতে। লয়েড আর মার্শাল পাশাপাশিই বসলো। গ্রান্ট তা লক্ষ্য করলো কিন্তু তাচ্ছিল্যভাবেই মনের ভাবখানাকে সে সরিয়ে দিয়ে সবাইকেই বললো :

'সোনা যা পাবো তা সবাই আমরা সমানভাগে ভাগ করেই নেবো। কারণ সবাইকার টাকাতেই এই জাহাজ সমুদ্রের বুকে ভাসানো হয়েছে। সুতরাং কারো মনে এতটুকুও সংশয় থাকা উচিত হবে না।'

'ঠিক তাই। আমাদের মাঝে এতটুকুও মনোমালিন্য থাকবে না। বড় কাজে বড় মনের উদারতাই প্রয়োজন।' লেখক মানুষ, অত শত বোঝেন না। কথাটা তিনি বলে আহারে মন দিলেন ধীরে ধীরে। মার্শাল মিলিটারী মেজাজের লোক। তিনি সেই মেজাজেই বললেন, 'আমরা কিন্তু কেউ কারো মনের কথা বুঝে উঠতে পারছি না ওটাই তো মুসকিল কিনা।'

'মার্শাল খুড়ো ঠিক বলেছেন। মানুষের মনের যদি আয়না থাকতো তবেই না পরিষ্কার হতো পৃথিবীর বদ্ কাণ্ডগুলো।'

সমর্থন জানাল লয়েড। দলটাকে দুইভাবে বিভক্ত করার মতলব যার মাথায় প্রথম এসেছে এবং যে দল ভাঙাবার কাজে প্রথম নেমেছে। মার্শাল খুড়োকে তার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে। গ্রাহাম এটাই লক্ষ্য করে গ্রান্টকে জানিয়েছে। গ্রান্টের তাই এই অভিভাষণ খাবার টেবিলে। ক্যাপ্টেনের কাজ সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া ভাবী বিপদের হাত থেকে। খাবার টেবিলে যাই হোক আর কোনো কথা হলো না। সবাই ভূরিভোজে আপ্যায়িত হলো। সেদিনকার মতো সভা ভঙ্গ হলো। সভা নয় অবশ্য ভোজনপর্ব।

সবাই বিশ্রাম নিতে গেল। গ্রান্ট আবার হালে এসে বসলো, হাল ধরলো সে শক্ত হাতে। সাগরের চারদিকে আগুন জ্বলছে। ভারী চমৎকার সে রূপ সাগরের। জাহাজ গন্তব্য পথে চলেছে। গতি তার মন্থর।

সারা সকাল আজ ব্লাকি শুধু সারা জাহাজময় ছুটোছুটি করে কাটিয়েছে। তার এই ব্যবহারে সবাই তটস্থ একেবারে। শুধু গ্রাণ্ট জানতে পেরেছিল ব্লাকির এই অবিরাম দৌড়ঝাঁপের মানেটা। গ্রাহাম অতিষ্ঠ হয়ে ব্লাকির বিরুদ্ধে গ্রাণ্টের কাছে বলতে এসেছিল, 'কি ব্যাপার বল তো গ্রাণ্ট—তোমার ব্লাকি হঠাৎ এত পাগল হয়ে জাহাজময় শুধু ছুটে বেড়াচ্ছে কেন?'

'কোনো বিপদের পূর্বাভাস পেয়েছে ও।'

'তাই বুঝি? বিপদের পূর্বাভাস ও আগেভাগেই দিতে পারে?'

'নিশ্চয়ই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়েরও।'

'তাহলে কি ঝড়ের কোনো ইংগিত দিচ্ছে ব্লাকি? কিন্তু আকাশ তো বেশ পরিষ্কার এবং মেঘশূন্যই বলা যায় গ্রাণ্ট।'

'মেঘ জমে ঝড় আসতে কতক্ষণ।'

'তা বটে। লক্ষ্য করেছো বোধ হয় সাগরের শুশক তিমি আর হাঙরগুলো বেশ অস্থির হয়ে উঠেছে আজ।'

'হ্যাঁ তাও দেখেছি। ঝড়ই আসবে মনে হয়।'

'তাহলে উপায়?'

'পাল নামাতে বলি নাবিকদের। জাহাজ নোঙর করা যাক।'

'তাই করো।'

গ্রাণ্টের ঘণ্টাধ্বনি হলো। সারা জাহাজখানা হঠাৎ যেন এক লহমায় মরণের পূর্ব মুহূর্তে হাজির হয়ে গেল একেবারে। সবাই ছুটে এলো। মার্শাল খুড়ো, লয়েড, মন্টিকার্লো এবং জোন্স। কি ব্যাপার —পাল সব নামিয়ে ফেলা হচ্ছে কেন জাহাজের? নাবিকেরা এত ব্যস্ত হয়ে উঠছে কেন জাহাজের নোঙর নামাতে? প্রশ্নটার উত্তর দিল

গ্রাহাম, 'ক্যাপ্টেন অনুমান করছে ঝড় আসতে পারে তাই।'

'অনুমান—এমন পরিষ্কার আকাশ। ঝড় আসতে পারে—ছোঃ!' সবাই অসন্তুষ্ট হলো গ্রাণ্টের ওপর। তাড়াতাড়ি সুবর্ণ নদীর তীরে পৌছনো দরকার অথচ গ্রাণ্ট যেন ইচ্ছে করেই গাফিলতি করছে। আশ্চর্য ব্যাপার। নিশ্চয় ষড়যন্ত্র এটা। লয়েড সেই কথাটাই সারা জাহাজে চাউর করে দিল। মার্শাল তো তার কথাতে ভিজলোই কতকগুলো নাবিকও তার কথার সমর্থন করলো। লয়েড বললেন, 'জাহাজ জোর কদমে চলুক।'

'সামনে বিপদ—বিপদের ঝুঁকি নিতে আমি পারি না। কারণ জেনারেল গ্রাণ্টের ক্যাপ্টেন আমি।'

'উচ্ছন্নে যাও হে ছোকরা! দেরি করা মানেই সোনার কাঁড়ি হাত-ছাড়া হওয়া। একথা নিশ্চিত নয় তো যে আমাদের মত আর কোনো দল সেখানে অন্য কোনো দেশ থেকে জাহাজ ভাসায় নি!' মার্শাল বললেন।

মার্শাল খুড়োকে সমর্থন জানালো লয়েড আর মন্টিকার্লো। সোনার গুঁড়ো হাতছাড়া হবার ভয় তাদের খুবই বেশি। তাই এই উক্তির সমর্থন তাদের। গ্রাহাম তাদের বোঝাতে চেষ্টা করে বললো, 'ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব যখন আমরা গ্রাণ্টকে দিয়েছি তখন তার কথা মতই জাহাজ চলবে বৈকি। যাই হোক সবাই এখন খেতে চলুন—খাবার তৈরি।'

'তাই চলো হে, তাই চলো এখন। পরে এ বিষয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবেখন। মেষপালক তার ভেড়ার পালকে যেখানে চালাবে তারা সেদিকেই যেতে বাধ্য। কিন্তু আমরা তো বাবা ভেড়ার পাল নই।' লয়েড টিপ্পনী কেটে কথাটা সবাইকে জানিয়ে দিল। গ্রাণ্টের ওপর তার ব্যবহার গোড়া থেকেই ভাল নয়।

যাই হোক দ্বিপ্রাহরিক আহারের ঘণ্টাধ্বনি হয়েছে একটু আগেই। এইভাবে গুলতানি করা জাহাজের পাটাতনে একেবারেই নীতিবিরুদ্ধ

কাজ। ক্যাপ্টেন ইচ্ছে করলে তাদের সবাইকে এক লহমায় জাহাজের খোলের মাঝখানে আশ্রয় নেবার কথা জানিয়ে দিতে পারে। বিপদ বুঝলে তাই করতেই বাধ্য হবে সে। বিপদের সংকেত আগেই জানিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট—ঝড়ের সংকেত। অথচ আকাশ একেবারে নির্মেঘ ও পরিষ্কার। তাই নিয়েই তো এত বাক্‌বিতণ্ডা। যাই হোক্ সবাই খাবার টেবিলে এসে জড়ো হলো। গ্রাণ্ট কিন্তু এলো না। সে হাল ধরে পাকা মাঝির মত বসে রইল।

'গ্রাণ্ট কোথায় ? ওকে আসতে বলো।'

'গ্রাণ্ট পরে খাবে—আপনারা সবাই খেতে বসুন।'

,পরে কেন বাবা—আমাদের সঙ্গেই বসুক না।'

,নিশ্চয় কোনো কারণ আছে মার্শাল খুড়ো।'

কথাটা বললো গ্রাহাম তার বন্ধুর হয়ে। মার্শাল খুড়ো বন্দুকটা পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে খাবার দিকে মনোযোগ দিল। লয়েডের দিকে তাকিয়ে একটা অবজ্ঞাসূচক ভঙ্গি করতেও তিনি ভুললেন না। লয়েড হাসতে হাসতে বললেন, 'ভাল করে খাও সবাই—বলা যায় না কবরে গিয়ে আর কখনো খেতে পাবে কি না ! তার হাসিখানা খুব জোরে জোরে ব্লাকিকে উত্তপ্ত করে দিল। ব্লাকি গ্রাণ্টের কাছে এতক্ষণ একটু শান্ত হয়ে বসেছিল আকাশের দিকে তাকিয়ে। ঘেউ ঘেউ শব্দে সে উঠে এলো গ্রাহামের কাছে। গ্রাহাম বুঝতে পারলো লয়েডের হাসিও ব্লাকি ইদানীং মোটেই সহ্য করতে পারছে না। তাই গ্রাহাম তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার পিঠ চাপড়াতে লাগলো, 'চুপ ব্লাকি—একদম চুপ। বিপদে ধৈর্য ধরতে হয়—ওরকম করে না।'

হঠাৎ জাহাজখানা নড়ে উঠলো। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল কে যেন। ঝড় এসে গেছে। সামুদ্রিক ঝড়। ঘণ্টাধ্বনি হলো আবার। গ্রাণ্ট চিৎকার করে বললো, 'সবাই জাহাজের খোলে যাও। ঝড় এসে গেছে। দারুণ সাইক্লোন একটা। সবাই তাড়াহুড়া করে জাহাজের খোলে গিয়ে আশ্রয় নিল। গ্রাহাম ব্লাকি হাবসীও। গ্রাণ্ট শুধু বসে

রইলো জাহাজের হাল শক্ত হাতে ধরে রেখে। এই জাহাজের ক্যাপ্টেন সে—বিপদে এমন কি মরণের মুখেও তাকে হাল ধরে থাকতে হবে।

'তোমরা যাও—আমার জন্য ভেবো না। ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন।' গ্রাণ্ট চিৎকার করে গ্রাহাম, হাবসী আর জোন্সকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বললো। জাহাজ তখন বেশ দুলতে শুরু করেছে। চারিদিকে একটা নৈনৃত্যকার অবস্থা আর কি। ভীষণ ঝড়ে অবশেষে জাহাজের নোঙরও ছিঁড়ে গেলো। অমন ভারী নোঙর তাও টিঁকলো না। মার্শালরা এবার কিন্তু গ্রাণ্টের তারিফ করতে লাগলো, 'ছোকরা সত্যিই ক্যাপ্টেন হবার যোগ্য—আমরা যোগ্য লোককেই আমাদের জ হাজের ক্যাপ্টেন ঠিক করেছি। সবাই কথাটার সমর্থন জানালো তার। নাবিকরা কিছু কিছু পালাক্রমে ওপরে গিয়ে কাজ সেরে আসছে। ঝড়ের সঙ্গে এবার বৃষ্টিপাতও শুরু হয়েছে। সারা আকাশে কে যেন এক আকাশ কালো কালির দোয়াত উপুড় করে দিয়ে এইমাত্র সরে পড়েছে। সাগরের জলও কালো—তাতে ফসফরাস, জ্বলছে রাতের সাগরে যেমন জ্বলে। নোঙরহীন হয়ে জাহাজখানা ক্ষেপার মত কোথায় ছুটে চলেছে কে জানে? সবাই দিশেহারা আজ এই দারুণ বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মার্শাল মিলিটারী লোক। বিপদের সময় হাত গুটিয়ে বসে থাকতে সে শেখেনি—তাই জাহাজের খোল থেকে উঠে এল পাটাতনের ওপর। সবাই নিষেধ করেছিল অবশ্য কিন্তু কারো কথাই সে শুনলো না। এই দুর্যোগে আপনি ওপরে যাবেন না মার্শাল খুড়ো। তাতে বিপদ হতে পারে আপনার।

'বিপদের ভয় করলে বিপদ আরো চেপে ধরে। আমার কিছু করণীয় আছে।'

'কি কাজ তাই বলুন না!'

'তোমরা বুঝবে না।'

'সাবধানে যাবেন—পা ফসকে পড়লেই কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য।'

'তা জানি। কিছু ভয় নেই। তোমরা ঠিক মত বহাল তবিয়তে

থাকো। আমি ক্যাপ্টেনকে সাহায্য করতেই যাচ্ছি বলতে পারো। লয়েডের দিকে তাকিয়ে একটা কটাক্ষ হানলেন মার্শাল খুড়ো। তারপর বন্দুকখানা বাগিয়ে ধরে সটান সিঁড়ি বেয়ে ওপরের পাটাতনে উঠে গেলেন। সবাই তাঁর সাহস আর ধৈর্যের প্রশংসা না করে পারলো না। ঝড়ের আর জলের দাপাদাপি সারা জাহাজখানাকে কোনখানে হু হু করে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। নোঙর ছেঁড়া জাহাজ আর ভাগ্যহীন পুরুষ দুইই সমান হতভাগ্য বৈকি। মার্শাল ওপরে উঠে এসে হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলেন। নিজেই সটাসট করে জাহাজের সব কটা পাল টাঙিয়ে দিলেন। ক্যাপ্টেনের ওপর একেই বলে খবরদারী। গ্রান্ট তার কাছে ছুটে এলো কিন্তু কাজ তখন সেরে ফেলেছেন মার্শাল খুড়ো।

'এ কি করলেন? জাহাজ যে নির্ঘাৎ ডুবে যাবে।'

'ডুববে না হে ছোকরা, আরো জোরে গন্তব্যস্থলে আমাদের সবাইকে পৌঁছে দেবে।'

'তার মানে?'

'দেখো না ভাগ্য কোন্ দিকে আমাদের নিয়ে যায় এবং কতটা সময়ের ব্যবধানে। আমি পালগুলো টাঙিয়ে দিয়ে ভালই করলাম। লুঠি তো ভাণ্ডার, মারি তো গণ্ডার এই আর কি।'

'আপনি জাহান্নামে যান!'

'সবাইকে সঙ্গে নিয়েই যাবো হে ছোকরা। ভয় নেই, একলা যাবো না এটা একেবারে অবধারিত সত্য। চলো এবার নীচে চলো দিকিন—আর ক্যাপ্টেন সেজে বসে থাকতে হবে না এই বিপদের মুখে।'

মার্শাল খুড়ো গ্রান্টকে টানতে টানতে জাহাজের খোলে এনে পুরলো। গ্রাহাম, হাবসী ও বাকি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলো। জাহাজ নিজের ইচ্ছামত কোথায় ভেসে চলেছে তা কেউই জানতে পারলো না। প্রকাণ্ড ঝড় আর জলের ধাক্কা শুধু মাঝে মাঝে খোলের লোকগুলোকে নিয়ে এধার ওধার করছিল।

৫

জাহাজের খোলের মধ্যে কদিন কাটলো তা কেউ বলতে পারবে না। জাহাজের গতিটা একটু যেন স্তিমিত বলে মনে হতেই মার্শালই প্রথম জাহাজের পাটাতনে এলেন ভরসা করে। ফৌজী অফিসার ছিলেন তিনি। অকুতো সাহস। মৃত্যুর মাঝখানে বহু বার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তিনি। অল্পের জন্য বারংবার বেঁচে গেছেন তিনি প্রাণে। কানের কাছ ঘেঁসে মৃত্যুর বুলেট চলে গেছে। মরতে একদিন হবেই সুতরাং মিছেই মৃত্যুকে ভয় করে জীবিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা তিনি একদম পছন্দ করেন না।

জেনারেল গ্রান্ট হঠাৎ কিসে যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে একেবারে থেমে গেল। আর একটু হলে মার্শাল খুড়োর সলিল সমাধি কেউ ঠেকাতে পারতো না—মৃত্যু অবধারিত হতো তার। জাহাজের পাটাতনে যে সমস্ত জিনিস এখনো পর্যন্ত কোন মতে টিঁকে ছিল, হঠাৎ এই রামধাক্কাটা সামলাতে না পেরে সেগুলো সাগরের জলে পড়ে গেল। মার্শাল খুড়ো দেখলেন একটা নদীর মোহনায় এসে তাদের জাহাজ মোহনার চড়ায় এসে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেছে। আকাশে মেঘের চিহ্ন মাত্রও নেই। চারিদিকে সূর্যালোকের প্রসন্নতা। আলো ঝলমল দিন। মার্শাল খুড়ো আনন্দে একটা গানের কলি খুব উচ্চৈস্বরে গেয়ে উঠলেন এবং জাহাজের ঘণ্টাখানাকে জোরে জোরে নাড়িয়ে দিলেন। ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় এখন মার্শাল খুড়ো কাজ করছেন।

জাহাজের খোলে তখন বিপর্যয় কাণ্ড। সবাই চিতপটাং। এতদিন ঝড়ের ধাক্কায় সবাই অর্ধ অচেতন হয়েই ছিল। এবার সবাই

ক্ষণকালের জন্য চেতনা হারালো। তবুও জাহাজের ঘনঘন আনন্দধ্বনি তাদের জাগিয়ে দিল। ব্লাকি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলো। তার পিছু নিল অন্য সকলে। নাবিকরা সবার শেষে উঠে এলো জাহাজের পাটাতনে অথচ তাদেরই সবার আগে আসার কথা। সবাই অবাক। আকাশের চেহারাখানা একেবারে বদলে গেছে। এইমাত্র সকাল হয়েছে। তারই আলোতে চারিদিক উদ্ভাসিত। আনন্দে সবাই চিৎকার করে উঠলো, 'আমরা এসে গেছি। আমরা বেঁচে গেছি। ঈশ্বর তোমাকে হাজার ধন্যবাদ।' মার্শাল খুড়ো তাদের সামনে এলেন এবং প্রত্যেকের করমর্দন করে বললেন, 'আমরা বোধহয় আমাদের অভিপ্রেত স্থানেই এসে গেছি—তাই না ক্যাপ্টেন ?'

ক্যাপ্টেন গ্রান্ট পকেট থেকে তার মানচিত্রখানা বের করলো। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, 'আমরা স্বর্ণ নদীর মোহনায় এসে গেছি মার্শাল খুড়ো। ভগবানকে অজস্র ধন্যবাদ। তিন মাসের পথ আমাদের তিনি পনেরো দিনে পৌছে দিয়েছেন।'

'এর সবটাই কৃতিত্ব কিন্তু আমার হে ছোকরা। ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম বলেই না এত অল্প দিনে গোল্ডেন রিভারে পৌছে গেলে ? কিন্তু সোনা কোথায়—সোনার গুঁড়ো ?' মার্শাল খুড়ো তাঁর স্বভাবসুলভ মুখরতায় আবার মুখর হয়ে উঠলেন এবং লয়েডের দিকে একটা তির্যক কটাক্ষ হানলেন। লয়েড তাচ্ছিল্যস্বরে বললো, 'তাই তো, সোনা কোথায় হে ক্যাপ্টেন ?'

'আমাদের মোহনা থেকে আরো ভেতরে ঢুকতে হবে মিঃ লয়েড তবেই আমরা সোনার গুঁড়ো দেখতে পাবো।' গ্রান্ট কৈফিয়ৎ দিয়ে বললো।

'তাই চলো—কিন্তু জাহাজ কি ঢুকতে পারবে এই নদীর অন্তরে ?' লয়েড ভ্রূ কুঁচকে বললো। তার শেষের কথাগুলো খুবই উচ্চৈস্বরে বলা হয়ে গেছল। ব্লাকিও ঘেউ ঘেউ করে তার দিকে তেড়ে গেল শাসনের

ভঙ্গিতে।

'মাপ চাইছি ফাদার—আমাকে ক্ষমা করে দাও।' লয়েডের ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো। ব্লাকি থেমে গেল।

'এবার খানা পিনা সেরে নিন সবাই। আমাদের কাজ শুরু হলো এবার থেকে; অনেক কাজ বাকি। প্রথমেই জাহাজকে ঠেলে নদীর মাঝখানে ভাসাতে হবে—তবেই তো সোনার গুঁড়োর সন্ধান করতে পারবো আমরা!' গ্রান্ট সবাইকে বললো বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই। হাবসী ততক্ষণে রান্না করতে লেগে গেছে—অনেক দিন সবাই রান্না খাবারের মুখ দেখে নি।

শুকনো কেক্ পাঁউরুটি আমসত্ব এইসব খেয়ে কোনো রকমে দিন গুজরান করেছে সবাই। অবশ্য প্রাচুর্য হিসাবে বীয়ারটা ছিল তাই রক্ষে। আর শুকনো মাছ ছিল টিনে ভরা। বীয়ার ও তাই খেয়েছে সবাই নিজেদের টিঁকিয়ে রাখতে। এখন খাবারের নাম শুনে সবাই যেন আরো প্রচণ্ডভাবে ক্ষুধার্ত হয়ে উঠলো। মার্শাল খুড়ো বললেন, 'জলদি খানা লাও—বীয়ার লাও। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে হাবসী ভাই!'

'খানা তৈরি সাব্—আপনারা খেতে বসুন।'

'ধন্যবাদ!'

সবাই খানার টেবিলে বসে পড়লো। টেবিলখানা এবং চেয়ার-গুলো সবই পাটাতনের সঙ্গে পেরেক দিয়ে সাঁটা ছিল। তাই প্রচণ্ড ঝড়ে তাদের সলিল সমাধি ঘটে নি। কি চমৎকার দিন। সোনা ঝরা দিন। কাঁচা সোনা ঝরে পড়ছে আকাশ থেকে। তীরের গাছ পালা ছবির মত দেখতে লাগছে। 'এত বিপদ-এত-ঝড়-এত-জল আজ তার কোনো চিহ্নই নেই। আশ্চর্য। প্রকৃতির দাক্ষিণ্য একেই বলে। পেট পুরে সবাই খেতে লাগলো আর হাব্সীর রান্নার তারিফ করতে লাগলো। 'আমরা সবাই পৃথিবীর বুকেই আছি তো না অন্য কোথাও?' রসিকতা করে উঠলেন লেখক জোন্স। ভদ্রলোক কথা কম বলেন। যা

বলেন তার মধ্যে সাহিত্য থাকে। তাই তো সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর বাজারে এত নামডাক।

'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিঃ জোন্স। আমরা পৃথিবীর বুকেই বেঁচে আছি এবং স্বর্ণ নদীর মোহনায় ভগবানের নির্দেশেই পৌঁছে গেছি।' গ্রাহাম কথাগুলো বলে ব্লাকিকে আদর করে এক টুকরো মাংস দিল খেতে। ব্লাকি ইদানীং গ্রাহামের খুব নেওটো হয়ে উঠেছে। গ্রান্ট ক্যাপ্টেন হবার পর তার কাজ বেড়ে যাওয়ায় ব্লাকি এমন একজন লোককে তার প্রভু করে নিয়েছে যে তাকে আদর ভালবাসা দেবে— মাংস দেবে, খাবার দেবে। গ্রাহামকে তাই তার এত পছন্দ।

'এর কৃতিত্ব কিন্তু আমার তাই না ছোকরা?' মার্শাল খুড়ো বারে বারেই তার এই কৃতিত্বের কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে ছাড়ছে না। এ যেন কথায় বলে না ঝড়ে মরে বক আর সাধুর কেরামতি বাড়ে—তাই আর কি। লয়েড কিন্তু সব সময়েই মার্শাল খুড়োকে তার দলে টানার জন্য তাকে সমর্থন জানিয়ে চলেছে। স্বর্ণ অভিযানের এই অশুভ দিকটার সূচনা করেছে কিন্তু সেই নিজে থেকে। দলে ভাঙন ধরাবার একটা অদম্য চেষ্টা সে চালিয়েই চলেছে। অভিসন্ধি একটা অবশ্যই আছে, এবং তা যে কু-অভিসন্ধি তাতে আর সন্দেহ মাত্রও নেই। সুতরাং মার্শাল খুড়োকেই সমর্থন করে যেতে হলো গ্রাহামের 'সে তো একশবার মার্শাল খুড়ো!'

'তবে সবাইকার ওপর একজন আছে তার কথা ভুললে চলবে না আমাদের। যিনি তিন মাসের পথ মাত্র পনেরো দিনে পৌঁছে দিলেন।' গ্রান্ট কথাটা না বলে পারলো না কিছুতেই। 'মানুষ নিজের কৃতিত্ব জাহির করার জন্য এতই ব্যস্ত যে ভগবানের অস্তিত্ব পর্যন্ত সে অস্বীকার করে চলেছে। এটা বড়ই বেমানান ঠেকে।'

'মার্শাল খুড়ো নিশ্চয়ই তা ভুলতে পারেন না; তবে সাধারণ দৃষ্টিতে, কৃতিত্বটা যে তাঁরই তাই তিনি বলতে চাইছেন আর কি! যাই হোক খাওয়ার ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সারাই বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে! কারণ

আমাদের হাতে এখন প্রচুর কাজ তাই না ক্যাপ্টেন?' মন্টিকার্লো কাজের মানুষ। কাজের কথায় আসতেই তাঁর এতটা দেরি হয়ে গেল। এতক্ষণ এই কাজের কথাটা সবাইকে স্মরণ করে দেবার কথাই চিন্তা করছিলেন আর কি।

'ঠিকই বলেছেন আপনি। এবার সবাই উঠুন আপনারা।' কাজে এবার লেগে পড়া যাক্। জেনারেল গ্রান্টকে প্রথমেই আমাদের টেনে নিয়ে যেতে হবে মাঝ দরিয়ায়—তারপর নদীর উৎস ধরে চলতে হবে ততক্ষণ যতক্ষণ না আমরা আমাদের নিশানা মত সেই পাহাড়টার সন্ধান পাই। কারণ ওখান থেকেই সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে নদীর দুই তীরের বালুকা রাশিতে।' গ্রান্ট তাড়া দিয়ে বললো সবাইকে।

'ঠিক ঠিক—তাড়াতাড়ি করো সবাই।' মন্টিকার্লো বললেন সবাইকে তাড়া দিয়ে। তাড়াতাড়ি অতএব সকলে খাওয়া শেষ করে উঠে পড়লো। অর্থাৎ খেতে খেতে খোস মেজাজে গল্পগুজব হলো না আর কি। হাবসীও তার প্রাত্যহিক আহার সেরে নিল তাড়াতাড়ি। তার ওপর সবাই নির্ভর করে আছে। গায়ে অসুরের শক্তি তার।

একে একে সকলে তীরে নেমে এলো। শুধু ক্যাপ্টেন হাল ধরে জাহাজে বসে রইল। হাল শক্ত হাতে ধরে না রাখলে জাহাজ উল্টে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্টই। বাঁশ দড়ি অনেক লাগলো এবং মেহনতও করতে হল প্রচুর। জেনারেল গ্রান্ট মোহনার চড়ায় আটকে থাকা দেহখানাকে সোজা নদীর মাঝ বরাবর এনে হাজির করলো। এমনি করে সারাটা দিন অতগুলো লোকের কেটে গেল। না, জাহাজখানা অক্ষত অবস্থাতেই আছে। কোথাও কোন চোট লাগেনি তার। তারও জন্যে মার্শাল খুড়ো কৃতিত্ব দাবী করলেও সবার ওপর যীশুকে তারা আরো একবার সবাই মিলে ধন্যবাদ দিল। মার্শাল খুড়ো এতে অবশ্য একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন কিন্তু কিই বা করা যাবে। সত্য সব সময়েই সত্য; মিথ্যার আবরণে তাকে কি ঢাকা যায় কখনো? মার্শাল খুড়ো এই

কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন, এরও কৃতিত্ব কিন্তু আমারই তা আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন।

'ভগবান যীশু আছেন সবার ওপরে—এটা নিশ্চয়ই আপনি অস্বীকার করবেন না মার্শাল খুড়ো।' গ্রাহাম বোঝাতে চাইলো তাঁকে।

'আমি ফৌজী লোক, ঈশ্বরে খুব বেশি একটা বিশ্বাস নেই আমার তোমাদের মত হে ছোকরা।'

'তাই বুঝি ভগবান যীশুর ক্রুশ ঝুলিয়ে রেখেছেন বুকে। যারা বাইরে নাস্তিক বলে নিজেদের জাহির করে ভগবানের সব চাইতে প্রিয় আস্তিক তারাই!' লেখক জোন্স কথাটা বলে নিজের কাজে মন দিলেন। ওদিকের বন থেকে একটা পশুর চিৎকার শোনা গেল। জঙ্গল ভারী হয়ে উঠেছে ওদিকটায়। 'পশুরা থাকবে বৈকি। কারণ পশুরা বনে থাকে—পাঠ পরিচয়ের এই পাঠ তো আর কেউ ভুলে যায় নি। আবার একটা চিৎকার শোনা গেল। পর পর অনেকগুলো পশুর ক্ষুধার্ত চিৎকার। দিন শেষ হয়ে অন্ধকার ঘনীভূত হচ্ছে বনান্তরালে। মার্শাল খুড়ো হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলেন ব্লাকি বনের দিকে দৌড়বার তাগ করছে দেখে। বনের দিকে বন্দুকের ফাঁকা কয়েকটা আওয়াজ করে দিলেন তিনি। ব্যাস্ পশুদের চিৎকার থেমে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল।

'এটাও আমার কৃতিত্ব তাই না গ্রাহাম?'

'চলুন—এবার সবাই আমরা জাহাজে উঠে পড়ি। আর এখানে এক মুহূর্তও থাকা নিরাপদ নয়। পশুরা ক্ষেপে উঠে দল বেঁধে তেড়ে এলেই হয়েছে আর কি!'

'পাগল নাকি—বন্দুক আছে কি করতে?'

'বিপদের সময় বন্দুকের কথা বেমালুম ভুলে যায় লোকে।'

'আমি কিন্তু ভুলি না—তার প্রমাণ পেলে তো হে ছোকরা!'

'তা ঠিক।'

লয়েড আগেভাগেই জাহাজে উঠে বসেছিল কাঠের সিঁড়ি বেয়ে। এখন আর আর সকলে উঠতে লাগলো। মার্শাল খুড়ো সবার শেষে উঠবেন বলে তীরে বনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাতে বন্দুক আর কোমরে একখানা পিস্তল। হঠাৎ একটা উজ্জ্বল পাথর তিনি কুড়িয়ে নিয়ে প্যাণ্টের পকেটে রেখে দিলেন। পাথর নয়—সোনার জিনিস ওটা। এটাই তাঁর মনে হলো। না আর নেই—ওই একটাই পড়েছিল। একটু এদিক ওদিক খুঁজে এবার তিনি নিশ্চিন্ত ও খুশি মনে জাহাজে উঠে এলেন। বনের পশুগুলো এবার প্রচণ্ডভাবে হাঁক ডাক শুরু করলো। আর বন্দুক ছোঁড়বার প্রয়োজন বোধ করলো না তারা কেউই। মার্শাল এবার খাবার টেবিলে সবাইকার সামনে কুড়ানো পাথরখানা তাঁর পকেট থেকে বার করে মেলে ধরলেন, 'সুবর্ণ-তীরের প্রথম স্বর্ণ কুড়ানোর কৃতিত্বটাও আমার তাই না বন্ধুগণ?' 'সত্যই তাই!' সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিল।

সবাই ঝুঁকে পড়লো চক্‌চকে পাথরখানার ওপর। হ্যাঁ, সোনাই তো বটে, খাঁটি সোনার টুকরো এটা, পাথর নয় মোটেই। তাহলে ওরা সুবর্ণ নদীর মোহনাতেই এসে গেছে। নদীর উৎসের পাহাড়ের কাছে সোনার গুঁড়ো সারা তীরভূমি বিছিয়ে পড়ে আছে। কত নেবে নাও না—একশ বছর ধরে কুড়িয়ে নিয়েও শেষ করতে পারবে না—এমনি ধারা! 'এটা তুমিই রাখো হে ছোকরা!' জন গ্রাণ্টকেই সোনার পাথরটা দিয়ে দিলেন মার্শাল খুড়ো।

৬

ঝড়ে জাহাজের মাস্তুল আর পালগুলোর ভীষণ ক্ষতি হয়েছিল। আজ সারা দিন ধরে সেগুলো মেরামত করা হয়েছে। এ কাজ নাবিকরাই করেছে। তবে তাদের নির্দেশ দিয়েছে জাহাজের ক্যাপ্টেন জন গ্রাণ্ট স্বয়ং। গ্রাহাম তদারকি চালিয়েছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কেমনটা হয়েছে তারই। ব্লাকির আনন্দ সব চাইতে প্রবল। সে শুধু সারাদিন লাফালাফি করেছে আর আনন্দে চিৎকার করেছে এবং অনেকবার ধরেই আহার করেছে। বনের অন্তরালে অনেক বারই যাবার চেষ্টা করেছিল সে কিন্তু মাইকেল গ্রাহাম শুধু তাকে ঠেকিয়ে রেখেছে নানা রকমের স্তুতিবাক্যে। গভীর জঙ্গলের বাইরের রূপ দেখে সবাই মুগ্ধ হয় কিন্তু ভেতরের রূপ তার ভয়াবহ ও ভীষণ। মৃত্যু সেখানে ওৎ পেতে আছে। সবাইকে টেক্কা দিলেন কিন্তু মার্শাল খুড়ো একতাল সোনা কুড়িয়ে। জহুরী জহর চেনে শোরে চেনে কচু বলে একটা প্রবাদ আছে না—এ যেন তাই। জহুরী হয়ে গেলেন মার্শাল খুড়ো।

'এটা সোনাই বটে তো?'

সন্দিহান হয়ে তবু জিজ্ঞাসা করলেন তিনি সবাইকে। মন্টিকার্লো জুয়াড়ী মানুষ। পরীক্ষা না করে কোনদিন কোনো ব্যাপারে রায় দেন না তিনি। তাই পকেট থেকে একখণ্ড কালো কষ্টিপাথর বার করলেন এবং সোনার চাঁইখানা নিয়ে তাতে ঘসে ঘসে যাচাই করতে সচেষ্ট হলেন। সবাই তাঁর এই সূক্ষ্ম কাজটার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল সারাক্ষণ যতক্ষণ না তাঁর যাচাই কার্য শেষ হলো। 'কি বুঝছেন মিঃ মন্টিকার্লো? খাঁটি সোনা তো?' মিঃ লয়েড টিপ্পনী কাটলেন ওদিক থেকে। কারণ মার্শাল খুড়ো সম্পূর্ণ তাঁর দলে এসেছেন।

অবশ্য মন্টিকার্লোও তার দলে আসবো আসবো করছেন। তবুও ব্যাপারটা যেন কেমন? জুয়াড়ী তো—তার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা করাই যায় না। অবশ্য ভরসা আশা করতেই হয়। কারণ আশা ভরসা নিয়েই তো পৃথিবীর বারো ভূতের কারবার।

'একদম খাঁটি সোনা। এমন খাঁটি সোনা পৃথিবীর কম জায়গাতেই আছে। অস্ট্রেলিয়ার সোনার বাজার তাই এত নামী এবং দামী।' মন্টিকার্লো রায় দিলেন অবশেষে কষ্টিপাথরখানাকে পকেটে রাখতে রাখতে। সবাইকার দৃষ্টি এখন মন্টিকার্লোর দিকে। ব্যবসায়ী লোক একেই বলে—বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন লোক একজন। সোনার গুঁড়ো কুড়াতে আসছেন। তাই বলে যাচাই করে নেবেন না সোনা না আর কিছু জাহাজ বোঝাই করে ফিরছেন অতদূর থেকে? তাই কষ্টিপাথরখানাও সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। সবাই তাঁর এই কাজের তারিফ না করেই পারলো না।

'সুতরাং ভাগ্যবান আমরা, ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছি।' মাইকেল গ্রাহাম বললো। জোন্স তাকে সমর্থন জানালেন মাথা দুলিয়ে। জন গ্রাণ্ট রাতের বিশ্রামের ঘণ্টা দিলো। না, কেউ আজ আর এত তাড়াতাড়ি বিশ্রাম নিতে চাইলো না। মনমেজাজ সবাইকার খাঁটি সোনার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। মার্শাল খুড়ো আরো একটা প্রস্তাব দিলেন, 'রাতে আমরা খানিকটা দূর নদীর উৎসের দিকে অবশ্যই যেতে পারি। পরিষ্কার চাঁদনী রাত—আমি তাই বলছিলাম আর কি। এখন ক্যাপ্টেন তার ভালমন্দ বুঝে জাহাজ চালাবার অনুমতি দেবে।'

'আপনার যুক্তি সমর্থনযোগ্য। জলপথে বিশেষ কিছু বিপদ অবশ্যই নেই। আমি এগিয়ে যাবার অনুমতিই দিচ্ছি নাবিকদের।' জন গ্রাণ্ট ঘণ্টাধ্বনি সংকেতে জাহাজ চালাবার অনুমতি দিল নাবিকদের। সব কটা পাল টাঙানো হলো। জাহাজ নদীর মোহনা থেকে নদীর উৎস সন্ধানে তরতর করে জল কেটে এগিয়ে যেতে লাগলো। মার্শাল জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন সারাক্ষণ।

আর সবাই বিশ্রাম সুখ উপভোগ করতে জাহাজের খোলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে ততক্ষণ। গ্রাহাম রইল শুধু মার্শাল খুড়োর সঙ্গে। সঙ্গে তার লেজ নেড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ব্লাকি কুকুরটা। বিপদের সংকেত দেয় ব্লাকি, মিঃ জন গ্রান্টের বাবার আমলের প্রভুভক্ত কুকুর। হাবসীর কাজ ততক্ষণে শেষ। সেও জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালো তাদের মাঝখানে। পাঁচজন নাবিক ছাড়া সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। এমনিভাবেই পালা করে তারা জাহাজের দাঁড় বেয়ে চলে। এতে পরিশ্রমের অনেকখানিই লাঘব হয় তা তারা জানে তাই এই নিয়মে কাজ করতেই তারা অভ্যস্ত।

হঠাৎ ব্লাকি চিৎকার করে উঠলো। নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় এমনিধারা অবস্থা। মার্শাল খুড়ো বন্দুক চালালেন হঠাৎ। একটা জীবন্ত যম তাদের পথ ছেড়ে সরে গেল—একটা তিমি জাহাজের সামনে পড়েছিল। জাহাজ ডুবিয়ে দেবার প্রচণ্ড শক্তি আছে তার—তা যারা সাগরে গেছে তারা জানে। সাবাস ব্লাকি, সাবাস। সস্নেহে হাত চাপড়ে দিলেন মার্শাল খুড়ো ব্লাকির পিঠে। ব্লাকি আনন্দে লেজ নাড়তে লাগলো।

বন্দুকের আওয়াজ শুনে সকলেই জাহাজের পাটাতনে উঠে এসে-ছিল। রাতের অন্ধকার ভেদ করে বন্দুকের শব্দ সবাইকার নিদ্রা ভাঙাতে ওস্তাদ। জোন্স কিন্তু এলেন না—তিনি তাঁর লেখার কাজে এতই মশগুল ছিলেন যে বন্দুকের গুলির আওয়াজও তাঁর সাধনাকে ব্যাহত করতে পারে নি। সবারই কণ্ঠে একই উদগ্রীব করা প্রশ্ন, কি ব্যাপার—আবার কোন বিপদ নাকি?

'না, তেমন কিছু নয়। একটা তিমি মাছ আমাদের পথ আটকে ছিল তাকে সরে দাঁড়াতে নির্দেশ দিলাম এই আর কি।' মার্শাল খুড়ো ব্যাপারটার গুরুত্বটাকে নামিয়ে দিতে চাইলেন। নাবিকরা কিন্তু ঠিকই বুঝলো। জাহাজের একটা দারুণ ফাঁড়া কাটলো মিঃ মার্শাল খুড়োর কৃতিত্বেই। অবশ্য ব্লাকিও তাকে খুবই সাহায্য করেছিল। সে না

বিপদের সংকেত দিলে জাহাজখানার যা হাল হতো তা আর কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। এতক্ষণে সবাইকার সলিল সমাধি ঘটে যেতো। সবাই তাই এক চোট মার্শাল খুড়োর ধন্যবাদ প্রশস্তি শুরু করলো, ধন্যবাদ আপনাকে মার্শাল খুড়ো। আপনি না থাকলে আজ সবাইকে এতক্ষণে জলে ডুবে মরতে হতো।

ধন্যবাদ আমাকে দিও না। দাও ওই প্রভুভক্ত কুকুরটাকে। ওরই সংকেত পেয়েছিলাম বলেই এতগুলো লোকের প্রাণ মায় জাহাজ পর্যন্ত বাঁচলো। মার্শাল খুড়ো আদর করে ব্লাকিকে তাঁর কোলের কাছে টেনে নিলেন। কুকুরের আদর দেখে তাঁর প্রভু জন গ্রাণ্টের বুকটা ফুলে উঠলো। বাবা একখানা কুকুর দিয়ে গেছেন বটে—বিপদের বার্তাবহ যে এবং যে নাকি দুর্দিনের বন্ধু। মানুষ যা পারে না ব্লাকি তাই পারে। মানুষ যা দেয় না ব্লাকি তাই দেয়।

এটাও আমার কৃতিত্ব হে ছোকরা। ব্লাকিকে সঙ্গে নিতে আমিই বলেছিলাম তাই না? মার্শাল খুড়ো তাঁর কৃতিত্বের ফিরিস্তি শেষ করলেন। জন গ্রাণ্ট বিনা দ্বিধায় তা মেনে নিল এবং আর আর সকলেও। হাবসী এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে ব্লাকির এই কৃতিত্বটা সে নিজের ওপরই অর্ধেকটা তুলে নিল এবং বললো, আর আমাকেও আপনি সঙ্গে নিতে বলেছিলেন সাব্।

'ঠিক ঠিক। আমি হাবসীকেও নিতে বলেছিলাম বটে। কিন্তু বাপু তোমার রান্নার সুখ্যাতি ছাড়া আর কোন গুণের সন্ধান এখনো আমরা পাই নি।' মার্শাল খুড়ো হাবসীকে নিরাশ করলেন না বটে তবে তাকে অধিক উৎসাহিত করার জন্যই এই কথাগুলো বললেন। আকাশ বেশ পরিষ্কার। একখানা থালার মত চাঁদ আকাশের পশ্চিম কোণে ক্রমশই ঝুলে পড়ছে। নদী তীরের জঙ্গল থেকে নানা ধরনের বন্য পশুর চিৎকার ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। একটা কথা চিন্তা করার ছিল। এখনও পর্যন্ত মানুষের খোঁজ তারা পায়নি কেউই। মানুষ ছাড়া এত বড় একটা রাজ্য পৃথিবীতে আছে বলে কারো কি

বিশ্বাস হয় ?

'আমি পরে আমার কাজ দেখাবো সাব্।' হাবসী যেন প্রতিজ্ঞার ভঙ্গিতেই কথাগুলো শেষ করলো। জন গ্রাণ্ট আর গ্রাহাম দু'জনেই সেই শপথ বাক্যে হঠাৎ যেন চমকে উঠলো। ব্লাকি এতক্ষণে তার প্রভুর কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো। গ্রাণ্ট তাকে যথেষ্টই আদর করলো খানিকটা এবং গ্রাহামও তাকে আদর করলো।

'কি বলতে চাইছো হাব্সী তুমি?' গ্রাণ্ট সরাসরি হাবসীকেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল। হাবসীর খানিকটা অভিমান প্রকাশ পেয়েছিল তার কণ্ঠস্বরে।

'আমি বিপদে আপনার সহায় হবো সাব্।'

'তা হয়ো কিন্তু অত মুসড়ে পড়ছো কেন? তোমার কাজ যথেষ্টই আমরা পাচ্ছি হাবসী।'

'না সাব্, প্রশংসা পাবার মতই কোন কাজ আমি করবো আপনি দেখে নেবেন। আমি আপনার কেনা গোলাম তার ঋণ আমি শোধ করবোই।'

'তা হবে'খন এত ব্যস্ত কেন। মার্শাল খুড়োর কথায় তুমি কিছু মনে করো না হাবসী। উনি কিছু ভেবে কথাটা তোমাকে বলেন নি।'

'তা জানি সাব্। আমি ঠিক আছি। ওর কথায় কিছুই মনে করিনি আমি।'

'আচ্ছা সে হবে'খন। নাটকের যবনিকা পড়তে এখনো অনেক দেরি হাবসী। তার মধ্যে তোমার কৃতিত্বের ভূমিকা তুমি নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে—এবার একটু গড়িয়ে নিতে চলো যাই আমরা। গ্রাহাম তুমিও চলো, ব্লাকি তুমিও এসো।' মার্শাল খুড়ো মিলিটারী মানুষ। তার আদেশের একটা ভার আছে। সবাই তা না শুনে পারে না। তাই তার কথায় কেউ আর না বলতে পারলো না। সকলেই তার অনুগমন করলো। হাবসী, গ্রাহাম আর ব্লাকি।

কেবল ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট জাহাজের হাল ধরে আবার বসলো। সারা রাত জাহাজ চালিয়ে প্রভাতেই পৌছুতে হবে তাকে স্বুবর্ণ নদীর উৎসে সেই পর্বতের পাদদেশে যেখানে তীরভূমির বালুকা রাশিতে সোনার গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে প্রচুর। তাই এই নদীর নামকরণ হয়েছে গোল্ডেন রিভার; বাংলা করলে দাঁড়ায় স্বুবর্ণ নদী। স্বুবর্ণ কথাটার মানেই হলো সোনা।

'মার্শাল খুড়ো লোকটার কিন্তু যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে তাই না লয়েড ?' মন্টিকার্লো জিজ্ঞাসা করলেন।

'নিশ্চয় আছে। আর ওটা আছে বলেই ও মার্শাল হয়েছে।'

'হ্যাঁ, লোকটা যেমন দশাসই চেহারার দিক দিয়ে তেমনি অকুতো সাহস ওর মনে।'

'কত মানুষ মেরেছেন উনি নির্বিবাদে তা জানেন কি ?'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, অন্ততঃ হাজার খানেক মানুষ।'

'কি ভয়ানক! এটা তো জানা ছিল না।'

'তাই তো অত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছেন উনি।'

'মানুষ না মারলে বুঝি ব্যক্তিত্ব লাভ করা যায় না—কি সর্বনেশে কথা রে বাবা। ভগবান যীশু তুমি ওকে ক্ষমা করো।' মন্টিকার্লো বারংবার ক্রশ চিহ্ন আঁকতে লাগলেন তাঁর বুকে। লয়েড তাই দেখে মন্টিকার্লোকে একলা থাকতে দিয়ে নিজে বিশ্রাম নিতে গেলেন। জাহাজের পাটাতন ফাঁকা হয়ে গেল। নাবিকরা শুধু আর একদলের কার্যভার বুঝে নিয়ে তাদের ছুটি দিল বিশ্রাম করতে। কাজ করতে করতে ওরা একটানা গানের সুর ভেঁজে চললো। দাঁড় টানতে এতে এতটুকুও কষ্টবোধ করে না ওরা। ভারী চমৎকার সুরটা—ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের কানে এসে মধুর বর্ষণ করছিল।

হঠাৎ দাঁড় থামাবার ঘন্টি দিলো ক্যাপ্টেন। নাবিকরা দাঁড় বাওয়া থামালো। সামনেই সেই পাহাড় যার উদ্দেশ্যে তারা দাঁড় টেনে

এনেছে তাদের জাহাজখানাকে মোহনা থেকে নদীর উৎসমুখে। পাহাড়টা বিরাট না হলেও সামান্য নয় মোটেই। আকাশের পশ্চিম দিকে শুকতারাটা জ্বলছে জ্বল জ্বল করে। জন গ্রান্ট আনন্দে চিৎকার করে উঠলো ঃ

'আমরা এসে গেছি।'

সারা জাহাজখানায় সংবাদটা ছড়িয়ে গেল আগুনের মতই অতি দ্রুত। রাত তখন ভোর। নদী তীরের বালুকাভূমিতে এত আলো কিসের? তবে কি সোনার গুঁড়োগুলো তাদের আলো বিকিরণ করছে? জন গ্রান্ট সেটাই বুঝতে চেষ্টা করলো এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা নিয়ে চোখে লাগিয়ে তারই সত্যতা যাচাই করতে সচেষ্ট হলো। জাহাজের ঘণ্টা শুনে ব্লাকি ততক্ষণে প্রভুর পাশে দাঁড়িয়েছে। জাহাজের আর সবাইও জেগে উঠে ততক্ষণে নাচতে এবং গাইতে শুরু করে দিয়েছে। সামনে সোনার ভাণ্ডার, অফুরন্ত নাচ-গানের সময়ই তো এটা। ভোরের আকাশে ততক্ষণে নানা জাতের নাম-না-জানা পাখির দল উড়তে শুরু করেছে। তাদের কলকাকলীও কানে আসছে।...

৭

…জাহাজের সবাই তীরে নেমে পড়লো। আনন্দে সবাই নদীর তীরের স্বর্ণরেণুতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করলো। জীবনে এই প্রথম এত সোনার গুঁড়ো দেখলো একসঙ্গে। কুবেরের ঐশ্বর্য চারিদিকে ছড়ানো। এবার জাহাজখানা ভর্তি করতে হবে সোনার গুঁড়োতে। তারপর দেশে গিয়ে সবাই কোটিপতি বনে যাবে। নিকটেই পাহাড়ের প্রান্তসীমা। তাতে গাছপালাও আছে আবার মাঝে পাথরও আছে। চাঁই চাঁই পাথর। রোদ লেগে চিক্ চিক্ করছে, সোনার গুঁড়ো মেশানো পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি এই গোটা পাহাড়টা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখানকার দেখার মত, কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে ওরা এখানে আসেনি, এসেছে সোনার গুঁড়ো নিতে। বালুর সঙ্গে সোনা আর লোহার গুঁড়ো মেশানো। এক জাহাজ ভর্তি করে তাই নিয়ে যাবে ওরা আমেরিকায়। অস্ট্রেলিয়ার সোনার গুঁড়ো এইভাবেই এক-দিন আমেরিকায় চলে গিয়েছিল। আমেরিকা এইভাবে ধনী হলো। আর অস্ট্রেলিয়া নিঃস্ব হয়ে গেল চিরটা কালের মত। সে ইতিহাস আজ সবাইকারই জানা।

গাঁইতি কোদাল নিয়ে সবাই নামলো। সঙ্গে অনেকগুলো ঝুড়ি নিতেও ভুললো না। জাহাজের খোলটা আগে সবাই মিলে পরিষ্কার করে নিল। জিনিসপত্র প্রায় সরিয়ে নিয়ে জাহাজের পাটাতনে আনা হলো। মার্শাল খুড়ো এবারও সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন পাহাড়ের ওদিকটায় যেখানটা জঙ্গল বেশ ঘন হয়ে আছে। বন্দুক নিয়ে তিনি সবাইকেই সতর্ক থাকতে বলে দিলেন, 'সবাই প্রস্তুত থাকো

—বিপদ যে কোনো সময়েই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। মানুষ এখানে অবশ্যই আছে—বন্য মানুষ। সভ্য মানুষকে তারা মোটেই পছন্দ করে না।'

'কেমন করে বুঝলেন?' প্রশ্নটা করলো গ্রাহাম। জাহাজের ক্যাপ্টেন কিন্তু জাহাজ থেকে নামলো না। জাহাজের ভার তার ওপর। বিপদ দেখলে চম্পট দিতে হবে তাড়াতাড়ি। তার নির্দেশ দেবার জন্য ক্যাপ্টেন গ্রান্টকে থাকতেই হলো জাহাজখানার হাল ধরে।

'মানুষের পায়ের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো হে ছোকরা। ধূম থেকে যেমন অগ্নি আছে বলে প্রমাণিত হয়, তেমনি পদচিহ্ন দেখে মানুষের উপস্থি-তিও অবধারিত—তাই নয় কি?' দার্শনিকের মত উত্তর দিলেন মার্শাল খুড়ো। ভারী সূক্ষ্ম বুদ্ধি তাঁর; তাই সামান্য একজন সৈনিক থেকে তিনি মেজর জেনারেল হয়েছিলেন এটা একটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। তিনি সবাইকে বন্য মানুষের পায়ের চিহ্ন নদীর বালুকাবেলায় সোনার গুঁড়োর ওপর দেখিয়ে দিতে লাগলেন বিচক্ষণ একজন পর্যবেক্ষকের মতোই। জঙ্গলে যেমন পশু আছে, তেমনি পশুদের সাথে বন্য মানুষের দলও নিশ্চিত আছে। ততক্ষণে সবাই কাজে লেগে গেছে। সারাদিন ধরে কাজ চলবে। দরকার হলে রাত্রিতেও কাজ চালানো যেতে পারে। মোদ্দা কথা তাড়াতাড়ি জাহাজ সোনার গুঁড়োতে বোঝাই করে নিয়ে সটকাতে হবে এখান থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শেষ করা দরকার। কারণ বন্য মানুষের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে মার্শাল খুড়ো সবাইকেই বেশ ভাবনায় ফেলে দিলেন।

'বন্য মানুষের হাতে কি অস্ত্র থাকতে পারে?' লয়েড জিজ্ঞাসা করলেন মার্শাল খুড়োকেই। অর্থাৎ তাদের ওজনটা বুঝে নিতে চাইছেন মিঃ লয়েড। মার্শাল খুড়ো তাচ্ছিল্যভরে বললেন:

'বিষাক্ত তীর-ধনুক থাকাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া বল্লম থাকাও কিছু বিচিত্র নয়।'

'আমাদের মতো বন্দুক নেই তো, তা হলেই বাঁচোয়া।'

'তা কখনই মনে করবেন না মিঃ লয়েড। ওদের লক্ষ্য অভ্রান্ত এবং বিষাক্ত তীরের একটা লাগলে তাকে আর বাঁচতে হবে না।'

'তাই নাকি ?'

'আপনি দেখছি নেহাংই অনভিজ্ঞ—এখানে আপনার না আসাই উচিত ছিল মিঃ লয়েড।'

'তাইতো আপনাকে দলে নিয়েছি মার্শাল খুড়ো। আমাদের ভরসা তো আপনিই।'

'তা ভালো, এখন কাজ করতে দিন।'

ততক্ষণে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। সবাই কাজে লেগে গেছে কোমর বেঁধে। ঝুড়ি বোঝাই করে সোনার গুঁড়ো জাহাজের খোলটাকে ভর্তি করা হ'চ্ছে। নদীর তীরের মাটি থেকে দুখানা তক্তা পেতে সাময়িক একটা লোক উঠানামার সিঁড়ি করা হয়েছে। তাই দিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি সোনার গুঁড়ো জাহাজের খোলে পড়ছে তো পড়ছেই। নাবিকরাই এই কাজ করছে। কুড়িজন নাবিক। তার সঙ্গে হাবসীও যোগ দিয়েছে। সে একসঙ্গে দুটো ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর চোখের পলকে তাই আজাড় করে আবার তাই ভরতে আসছে সুবর্ণ নদীর তীরের বালুভূমিতে। কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এমনিভাবে কাজ চললে সারাদিনেই জাহাজের খোল ভর্তি হয়ে যাবে। আড়াই টনের মতো সোনার গুঁড়ো ধরার জায়গা আছে জেনারেল গ্রাণ্টের খোলে। এই এক জাহাজ কোনরকমে দেশের বুকে ফিরিয়ে নিতে পারলে আর তাদের দেখে কে। চৌদ্দ পুরুষ বসে বসে খেতে পারবে তারা এই সোনার গুঁড়োর দৌলতে।

'সোনাগুলো খাঁটি তো মিঃ মন্টিকার্লো ?' মিঃ লয়েড জিজ্ঞাসা করলেন তবুও।

'খাঁটি সোনার চাইতেও খাঁটি।'

মণ্টিকার্লো বন্দুক নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন দক্ষিণদিকে দৃষ্টি রেখে। ওদিকে গভীর জঙ্গল। মার্শালই তাদের এমনিভাবে দাঁড়

করিয়ে দিয়েছিলেন। খুব একটা হৈচৈ হচ্ছে না। নীরবে দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে চলেছে। ব্লাকি দাঁড়িয়ে আছে মার্শাল খুড়োর কাছ ঘেঁসে। বিপদের সংকেতবাহী কুকুর। মার্শাল খুড়ো তাই ওকে ভালবাসা আর আদর দিয়ে নিজের কাছে টেনেছেন। কুকুরটাও তার খুবই নেওটো হয়ে উঠেছে গতকল্যকার রাত থেকেই। মার্শাল তাই তাকে বললেন :

'খুব সতর্ক থাকিস ব্লাকি। বিপদের সংকেত যেন আগেভাগেই পাই। তা না পেলে বিষাক্ত তীরের এক আঘাতেই ধরাশায়ী হতে হবে—বন্দুক কোনো কাজেই লাগবে না।' তার কথা শুনে ব্লাকি আরো মার্শাল খুড়োর কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালো এবং অনবরত লেজ নেড়ে তার সম্মতি জানাতে লাগলো।

জোন্স লেখক মানুষ। একটা নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যই এই সুদূর অস্ট্রেলিয়ার স্বর্ণ নদীর তীরে এসেছিল। এখন কর্তব্যের খাতিরে তাকে পাহারাদার হতে হয়েছে। মার্শাল খুড়ো বড় কড়া মানুষ এবং ভারী কর্তব্যনিষ্ঠ। তার কাজে কোথাও এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি নেই। মিঃ লয়েড উত্তরদিকটার দিকে কড়া নজর রেখেছেন। এতো সোনা বাবার জন্মেও তারা কেউ দেখেনি কোনো দিন। এবার নিজেই একটা জাহাজ যোগাড় করে আসবেন এখানে সময়মতো এবং যত ইচ্ছা সোনা বোঝাই করে নিয়ে যাবেন তিনি। কাউকে ভাগ দিতেও হবে না। মনে মনে পরিকল্পনা করে ফেলেছেন মিঃ লয়েড। এই অভিযানটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারলেই যেন বাঁচেন তিনি।

'রাতভোর কাজ চলবে দরকার হলে।' জাহাজের ক্যাপ্টেন গ্রাণ্ট আপ্তবাক্য শোনালো যেন। সকলেই তা শুনে খুশি হলো। মেজাজে রয়েছে আজ সবাই। হরদম বীয়ার খাও, স্যাণ্ডউইচ খাও আর চটপট কাজ করো। ব্যাস্। আজ সারাদিন রাতে কাজের ইতি। কাল প্রত্যূষেই জাহাজ ছাড়তে হবে দেশের দিকে। এখানে আর একদিনও দেরি নয়। কোথা থেকে কি বিপদ এসে হাজির হবে কে জানে?

সুতরাং শুভস্য শীঘ্রম্। কাজ করো আর জাহাজ ছাড়ার উদ্যোগ আয়োজন করো। চারিদিকে একটা প্রসন্নতার আমেজ এই নদীর তীরভূমিটাকে ভরিয়ে রেখেছে। গাঁ'ইতি চালাচ্ছে ওরা, কোদাল চালাচ্ছে আর রাশি রাশি স্বর্ণরেণু কেটে ভরছে তাদের ঝুড়ি ভর্তি করে। একসময়ে তাই জাহাজের খোল ভরাটের কাজ করছে।

'যা চুক্তি আছে তার দ্বিগুণ দেবো ভাই সব, তাড়াতাড়ি কোদাল চালাও, গাঁইতি চালাও, ঝুড়ি ভরো তাড়াতাড়ি। তোমাদের টাকার অভাব রাখবো না, সোনার কিছু ভাগ তোমরা অবশ্যই পাবে ভাই সব।' গ্রাণ্ট বারংবার শুধু ওদের এই ভাবে টাকা আর সোনার লোভ দেখিয়ে সোনা কাটতে উৎসাহিত করছিল। আর ওরাও এই ভাবে প্রেরণা পেয়ে দ্বিগুণ শক্তিতে কাজ করছিল। মার্শাল খুড়ো গ্রাণ্টের এই উক্তিতে খুবই আনন্দোৎফুল্ল হলেন। বললেন তিনি গ্রাণ্টকে লক্ষ্য করেই, 'সাবাস ক্যাপ্টেন সাবাস। তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে বরাবরই আমি সচেতন হে ছোকরা, তাই তো প্রস্তাব দেওয়া মাত্রই আমি রাজী হয়েছিলাম এখানে আসতে।'

হাবসী একসময় গ্রাণ্টের মনোভাব জানতে গেলো। রান্নার কথা তাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার বৈকি। যদিও সবাইকার ক্ষুধা-তৃষ্ণা একপ্রকার তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল রাশি রাশি স্বর্ণরেণু গায়ে মেখে। 'রান্না কি আজ করতে হবে সাব্?' হাবসী জানতে চাইলো। তার নিজের কিন্তু খুবই খিদে লেগেছে। গ্রাণ্ট তাকে বললো, 'সময় করে রান্না চাপাতে পারো হাবসী। সোনা খেয়ে তো আর প্রাণ বাঁচবে না। যদি অবশ্য সময় করে নিতে পারো, দেখো চেষ্টা করে।'

'আমি রান্না করে দিচ্ছি সাব, খুব বেশি সময় নেবো না। আর কাজেরও আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। রান্না করতে করতেই কাজ করতে পারবো আমি—দেখুন না সাব চুপচাপ।'

'তাই হোক। তুমি যা ভালো বোঝো তাই করো।'

'আচ্ছা সাব।'

গ্রাণ্টের কথামত কাজ করতে করতেই হাবসী রান্নার কাজও করতে লাগলো সমান তালে এবং একসময় তার রান্নাও শেষ হলো। তখন বেলা একটা দেড়টা হবে আর কি। গ্রাণ্ট খাবার ঘণ্টা বাজালো। সবাই তো অবাক্। মার্শাল খুড়ো তো আনন্দে চিৎকার করেই উঠলো খাবার ঘন্টিধ্বনি শুনে: 'সাবাস হাবসী সাবাস। খাবারও তাহলে তৈরি। ভগবান তোমার সহায় হোন। হরিমটর তাহলে আজ আর খেতে হলো না—দস্তুরমত ভুরিভোজ। চলো ব্লাকি, খেয়ে আসি। তারপর আবার কাজ আরম্ভ করা যাবে।'

'আসুন সাব। খেতে বসুন সবাই।' হাবসী তাদের আহ্বান জানালো বেশ প্রফুল্ল মনে এবং হাসিমুখেই।'

'তুমি কি যাদু জানো হাবসী ?'

'একটু একটু সাব।'

সবাই খাবার টেবিল দখল করে বসলো। হাবসী খাবার দিতে লাগলো।

খাবার পর পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে আবার সকলে কাজে নেমে পড়লো। কাজ তাদের পাগল করে দিয়েছে আজ। সোনা কুড়ানোর কাজ। একটা অনাস্বাদিত নেশা আছে এই কাজে। একটা মাদকতা আছে। আছে একটা অদম্য উৎসাহ। মার্শাল খুড়োর নির্দেশমতই সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চলেছে। চারিদিকে দৃষ্টি আছে তাঁর। চিরকাল অপরকে হুকুম দিয়েছেন তিনি। প্রথম প্রথম নিজেও হুকুম তামিল করেছেন অপরের। মিলিটারী বিভাগের রীতিনীতিই এটা। এতে আর কিছু বলার থাকতে পারে না। ব্লাকি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে অবিরতই। হঠাৎ কুকুরটা নাবিকরা যেখানে বালি কাটছে সেইদিকে ছুটে গিয়েই চিৎকার করতে শুরু করলো। একটা কিছু সংকেত আছে নিশ্চিতই। সবাইকার দৃষ্টি এখন ওইখানেই নিবদ্ধ হলো। কুকুরটা' বার বার এর আগে পাহাড়ের ওপর উঠতে চেয়েছে। মার্শাল খুড়োই তাকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন। জঙ্গলে একবার ছুটে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে গ্রাহাম তাকে জঙ্গল থেকে ধরে এনেছে। জঙ্গল অবশ্য একেবারেই ফাঁকা দিবাভাগে। রাতে ওই জঙ্গলই ভয়ংকর রূপ ধরে। এটাই জঙ্গলের প্রকৃতি। ভাল ছেলের মত দিনের বেলা জঙ্গল আপন মনে বিশ্রাম নেয়, রাতে ভীষণ আকার ধারণ করে বীভৎস হয়ে ওঠে একেবারে।

'কি ব্যাপার, ব্লাকি চিৎকার করে কেন? দেখো তো হে ছোকরা ওর তো আবার সংকেতের জ্ঞান টনটনে।' মার্শাল খুড়ো কড়া তামাকের পাইপটা মৌজ করে ধরাতে ধরাতে ছুটে এলেন যেখানে

নাবিকেরা ঝুড়িতে করে বালি সোনা বোঝাই করে জাহাজের খোলটাকে ভর্তির কাজ করছিল। মিঃ লয়েড, মন্টিকার্লো, জোন্স এবং গ্রাহামও নিজের নিজের পাহারাদারির কাজ স্থগিত রেখে ব্লাকির কাছে ছুটে এসেছিল। নাবিকেরা যেখান থেকে খুঁড়ে সোনার বালি তুলছিল সবাই সবিস্ময়ে দেখলো একটা নরকংকাল উঠলো সেখান থেকে। ব্লাকি তার দিকে ছুটে গিয়ে তাই শুঁকতে লাগলো আর জঙ্গলে যাবার জন্য উথাল-পাথাল করতে লাগলো।

ব্লাকি, অমন করে না। এসো, শান্ত হও ব্লাকি, লক্ষ্মীটি। গ্রাহাম ব্লাকিকে ধরে ফেললো। মার্শাল বললেন, 'বুঝতে পারছো হে ছোকরা ব্লাকি কি বলতে চাইছে?' ওরা সবাই মার্শালের দিকে তাকালো। ব্লাকির ভাষা নাকি বোঝা যায়—মার্শাল খুড়ো তা বুঝতে পারেন। তাই তিনি সবাইকে থ' করে দিয়ে বললেন, 'এই নর-কংকাল হচ্ছে এখানকার বন্য মানুষের। ওরা ওই জঙ্গলেই বসবাস করে। ঘর-সংসার আছে ওদের ওই বনের মধ্যেই। মরে গেলে ওরাই এই নদীর তীরকে ওদের কবর হিসাবে ব্যবহার করে। ব্লাকি এই কথাই বলতে চাইছে। কি মিঃ ব্লাকি, আমি কি ঠিক বলিনি। ওটাকে জাহাজে ওঠাও, দেশে নিয়ে যাবো।'

ব্লাকির পিঠ চাপড়ে দিলেন মার্শাল খুড়ো। ব্লাকি তাঁর পানে তাকিয়ে আরো খানিকটা চিৎকার করে উঠলো অর্থাৎ তাঁর কথার সমর্থনই জানালো ব্লাকি। কুকুরের এই ভাষা বুঝে ফেলার দরুন সকলে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ দিল। কংকালটা একপাশে সরিয়ে রেখে নাবিকেরা আবার তাদের কাজে লেগে গেল। মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করার বা সময় নষ্ট করার মত সময় নেই তাদের হাতে। 'এমনি ধারা তাহলে আরো নরকংকাল নিশ্চয়ই আছে—তাই না মিঃ মার্শাল?' লয়েড চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলো। ব্লাকি আবার একবার তার চিৎকার শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং লয়েডকে চুপ করার জন্য তাকে ধমক দিতে লাগলো তার কুকুরসুলভ কুকুরীয় ভাষায়। 'মাপ চাইছি ফাদার ব্লাকি,

ক্ষমা করে দাও ভাই।' লয়েডের ভঙ্গি দেখে সবাই হেসে উঠলো। নাবিকেরাও বাদ গেল না। মার্শাল খুড়োর কথায় নরকংকালটিকে জাহাজেই ওঠানো হয়েছিল ইতিমধ্যে।

'বুঝতেই পারছেন এটা কবরভূমি। সুতরাং আরো অনেক নর-কংকাল থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। আপনার মগজে ঘিলু বড় কম আছে মিঃ লয়েড।'

'তা আছে অস্বীকার করবো না। সব জিনিসই আমি একটু দেরীতে বুঝি মার্শাল।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু একটা জিনিসে আপনি খুবই সিদ্ধহস্ত। কি বলুন তো মিঃ লয়েড ওই জিনিসটা?' মিঃ লয়েড তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। জোন্স বললেন—এই কথার উত্তর দিলেন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, 'দল পাকাতে উনি খুবই ওস্তাদ তাই না মার্শাল খুড়ো?'

'কথাটা সোনার চেয়েও খাঁটি।' জোন্সকে সমর্থন জানালেন মিঃ মন্টিকার্লো এবং মার্শাল খুড়োও। কথাটা বাস্তবিক সত্যিই বলেছেন মিঃ জোন্স তা সবাইকার কাছে প্রচার হয়ে পড়লো। চোখ নামালেন তিন সবাইকার দিক থেকে। অপরাধী এই ভাবে ধরা পড়ে গেলে এমনি লজ্জিতই হয় বটে। গ্রাহাম এবার আরো চেপে ধরলো মিঃ লয়েডকে, 'ব্যাপারটা আমার লক্ষ্য এড়ায়নি তা বলে রাখছি। যাই হোক এখন ও নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে লাভ নেই। নিজেদের কাজে লাগি চলুন।'

'সেই ভালো। ভুলে দলাদলি করি—গলাগলি কথাটা এখন সবাইকার স্মরণ রাখা দরকার বৈকি।' মার্শাল খুড়ো বললেন এবং সবাইকে আপনাপন কাজে লেগে যেতে নির্দেশ দিলেন।

'সামান্য একটা নরকংকাল দেখে ভয় পেলেন নাকি সবাই—এর চাইতে বড় বিপদ আসছে সামনে। ওরা আমাদের এমনি ছেড়ে দেবে না। ওদের সম্পদ আমরা হরণ করতে এসেছি—মনে থাকে যেন।

ব্লাকি, আমার সঙ্গে এসো।'

'তার মানে?'

'মানেটা নিতান্তই সোজা। বন্যেরা বনে সুন্দর হলেও আমাদের কাছে বিপদজনক তা কিন্তু সবাই মনে রাখবেন। ওরা দল পাকাচ্ছে। আমি দারুণ একটা যুদ্ধের পূর্বাভাস পাচ্ছি। লড়াইয়ে লোক আমি লড়াইয়ের গন্ধ পাই।'

'তাই নাকি। তাহলে তো ভীষণ ব্যাপার।'

'তা বলতে পারেন অবশ্যই।'

'এখন কি করা আমাদের কর্তব্য?'

'আমরা যা করছি তাই করি—ভয় পাবার অবশ্য কিছুই নেই এতে। আমাদের বন্দুক আছে। সহজে ওরা আমাদের কাছে আসতে সাহস পাবে না। তবে বিযাক্ত তীর একখানা দেহে বিঁধলেই কম্ম সেরেছে আর কি।'

'সে তো আরও ভয়াবহ।'

'তা তো বটেই।'

'সুতরাং—'

'বিপদে সাহস আনুন। সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। বিপদকে যারা ভয় করে বিপদ তাদেরই কাবু করে সব থেকে বেশি। ভাই সব কাজ করো, ভয় নেই।'

মার্শাল খুড়ো সবাইকে সাহস দিয়ে চলে গেলেন নিজের জায়গাতেই। ব্লাকি তাঁকেই অনুসরণ করলো। এতক্ষণ কথা চলছিল তাঁর মন্টিকার্লোর সঙ্গে। মন্টিকার্লো বাস্তবিকপক্ষেই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন নরকংকাল দেখার পর। বারংবার বুকে তিনি ক্রুশও আঁকছিলেন মনের দুর্বলতাটাকে জোর করে সরিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু কিছুতেই সাহস পাচ্ছিলেন না। ভূতের ভয় তার প্রবল। নরকংকাল যখন আছে তখন এই কবরভূমিতে ভূত থাকাও কিছু বিচিত্র নয়। তা ছাড়া ওই বিষাক্ত তীরের কথা বারংবার মনে উদয় হয়েও তাঁকে ভাবিয়ে তুলছিল

যারপরনাই। নিঃশব্দে প্রাণঘাতক ওই বিষাক্ত তীর যদি একটা এসে লাগে তবেই অক্কা।

নাবিকেরা প্রথমটা নরকংকাল দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠেছিল। ভূতের ভয় তাদের প্রবল। সাগরের নাবিক তারা। অনেক ভূত তারা দেখে দেখে যদিও অভ্যস্ত হয়েছে কিন্তু তাই বলে ভূতের ভয় তাদের কিছুতেই দূর হয়নি। তারা 'ও গড ও গড' বলে সরে পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু ক্যাপ্টেন গ্রান্টই তাদের সে ভয়কে তুচ্ছ করার সাহস যোগালো তাদের এই কথা বলে, 'সমান ভাগ পাবে তোমরা ভাই আমাদের সঙ্গে। কাজে লাগো, কাজ করো। ভূত বলে কিছু পদার্থ নেই; ওটা একটা নেহাৎই কথার কথা মাত্র।'

'গ্রান্টের জয় হোক। আমরা আপনার মহানুভবতার জন্যই কাজে লাগছি। সোনার ভাগ দেবেন আমাদের সমানভাবে—যীশু আপনার মঙ্গল করুন, কিন্তু একটা কথা, রাতে আমরা কাজ করতে পারবো না; তাহলে ভূতে আমাদের ছাড়বে না। কারণ তাদের বিশ্রামের স্থান আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি কিনা।'

'তাই হবে ভাই। রাতে তোমাদের কাজ করতে হবে না। আমার মনে হয় দিবাভাগেই কাজ আমাদের সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।'

'তাই হলেই বাঁচি।'

'নিশ্চয়ই শেষ হবে। তোমরা জোরসে কাজে লাগো। ভাই সব আমি তোমাদের ঠকাব না। সোনার সমান বখরা তোমরা নিশ্চয়ই পাবে।'

আর কিছু বলতে হয়নি গ্রান্টকে। মন্ত্রের মত কাজ হয়েছিল ওই একটিমাত্র কথায় 'সোনার ভাগ তোমরা সমানভাবে পাবে।' লোভ মানুষকে সাহসী করে, অনেক অসাধ্য কাজ সাধন করার শক্তি ও সামর্থ্য দান করে সে। তায় আবার সোনার লোভ। এতে তো সবাই উৎসাহিত হবে। কাজ করার অদম্য শক্তি, সাহস পাবেই। নাবিকেরা কাজ আরম্ভ করেছিল আবার। ভূতের ভয় তাদের এক

নিমিষে তিরোহিত হয়েছিল। ভীষণ জোরে কাজ চলছে। সোনার গু ড়োতে ঝুড়ি বোঝাই হচ্ছে আর তাই ঢালা হয়ে চলেছে জাহাজের খোল ভর্তির কাজে। এমনিভাবে কাজ চললে আজ দিনাবসানের আগেই জাহাজের খোল ভর্তি হয়ে যাবে এবং জাহাজ ছাড়া যাবে আগামীকাল সকালেই। গ্রাণ্টের ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হলে তবেই সবদিক রক্ষে। তবে তার আগে যদি আবার মার্শাল আকাঙ্ক্ষিত বিপদ এসে না পড়ে। তবে এমনি একটা অনুমান তারও আগাগোড়াই ছিল। কাউকে সে কথাটা বলেনি। কারণ আগেভাগেই বিপদের ভয় দেখালে কাজের সমূহ ক্ষতি।

মার্শাল খুড়োর অনেক অভিজ্ঞতার মধ্যে এটাও একটা দারুণতম অভিজ্ঞতা। মার্শাল খুড়ো যোদ্ধা এবং দার্শনিকও বটেন। তাঁকে শ্রদ্ধা করাই উচিত, কিন্তু মিঃ লয়েডের পাল্লায় পড়ে অসৎ হওয়াটাকে তার আটকাবে কে? সুতরাং ওটাও ছেড়ে দিতে হয় ভাগ্যের ওপর। ক্রমশ দিন শেষ হয়ে আসছে। কাজের বহরও ততো বাড়ছে। জাহাজের খোল দিবাভাগেই ভর্তি করা চাইই চাই। হাবসী তো একাই একশ লোকের মহড়া নিচ্ছে। দানবীয় শক্তি নিয়ে সে কাজ করে চলেছে আগাগোড়া। বনের পশুশক্তি দু' একটা করে জাগতে শুরু করেছে। মানুষের গন্ধ তাদের উত্যক্ত করছে বৈকি। তাদের হুংকার শোনা যাচ্ছে মাঝে মধ্যে। এদিকে ব্লাকিও দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। নিজেকে সে আর ঠিক রাখতে পারছে না। একটা বিপদের সংকেত পাচ্ছে সে। এ চঞ্চলতা তাকে কেন্দ্র করেই তাতে আর সন্দেহমাত্রও নেই।

'সবাই প্রস্তুত থাকো। বিপদ একটা আসছে বলেই ব্লাকি আমাদের সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে। খুউব সাবধান। জলদি করো ভাই সব, জলদি করো।' মার্শাল খুড়ো বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়ালো পাহাড়ের একটা পাথরে একটা পায়ের ভর রেখে। আতঙ্কিত হয়ে উঠলো সবাই। তবে কাজ চলতে লাগলো।

৯

সন্ধ্যা এলো। আকাশে অবশ্য চাঁদ উঠেছে। পূর্ণচন্দ্র। তারই আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত। এদের কাজও শেষ। সারাদিনের দারুণ পরিশ্রমে সবাই ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত। এবার খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিতে পারলে সবাই বাঁচে। মার্শাল খুড়ো কাজ থামাতে বললেন সবাইকে। 'এবার কাজ থামাও সামনে বিপদ। তাড়াতাড়ি পাততাড়ি গোটাও।' ব্লাকি সমানে চিৎকার করে চলেছে। অজানা এক বিপদের আশংকায় সবাইকার মনই দারুণ উৎকণ্ঠিত। গ্রাণ্ট চিৎকার করে উঠলো অকস্মাৎ—জাহাজে উঠে আসার ঘণ্টি দিল সে। আর এখানে নিরাপদ নয় মোটেই। জাহাজ ছাড়তে হবে। আজই এখুনিই।

'সবাই উঠে এসো ভাই সব। সারা বনভূমি মশালের আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। মার্শাল খুড়ো তাড়াতাড়ি চলে আসুন। ব্লাকিকে জোর করে ধরে আনুন। ও জঙ্গলে গেলে বন্য লোকের হাতে নিশ্চয়ই মরবে।'

'চল ব্লাকি, আমরা পালাই চল। কারণ যে পালায় সেই বাঁচে—এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই আমাদের সামনে। ফায়ার—ফায়ার—বন্দুক চালাও সবাই একসঙ্গে, ওরা এসে গেল যে।' মার্শাল খুড়ো জাহাজে উঠতে উঠতে বললেন সকলকে। তাঁর কথামতো সবাই জাহাজের পাটাতনে এসে জড়ো হলো। তাড়াতাড়ি সাময়িকভাবে তৈরি করা সিঁড়িটাও ওরা তুলে নিল জাহাজের ওপর। বনের মাঝখান থেকে একটা বিপদ ক্রমশই এগিয়ে আসছে। শমন ক্রমশই নিকটতর হচ্ছে। জাহাজটাকে তীরের কাছাকাছি জায়গায় আনা হয়েছিল সোনার গুঁড়ো বোঝাই করার জন্য। নদীর বিস্তৃতি এখানে

বড় একটা বেশি নয়। মাত্র মাইলের আটের একাংশ হবে বা তারও চাইতে কম।

'গ্রাণ্ট, জাহাজকে নদীর একেবারে মাঝ বরাবর নিয়ে চলো। বন্যরা বনে সুন্দর হলেও আমাদের কাছে তারা মোটেই প্রীতিপ্রদ নয়। ফায়ার—ফায়ার।' মার্শালের কথামতো আবার একবার ছয়খানা বন্দুকই গর্জে উঠলো—গুড়ুম গুড়ুম গুম। তার প্রতিশব্দ সারা পাহাড়-তলীর বনভূমিটাকে একেবারে কাঁপিয়ে দিল। মশালগুলো থমকে দাঁড়াল ক্ষণকালের জন্যই। তারপর আবার নিকটে আসতে লাগলো আর ঝাঁক ঝাঁক বিষাক্ত তীর এসে জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়তে লাগলো।

'সাবধান। বিষাক্ত তীর থেকে সাবধান থাকো সবাই। গায়ের যেখানে হোক বিঁধলেই মৃত্যু অবধারিত একেবারে।' মার্শাল খুড়ো সবাইকে সাবধান করে দিলেন। গ্রাণ্ট জাহাজখানাকে শুধু নদীর মাঝখানেই নয়, একেবারে এ রাজ্য ছেড়ে সমুদ্রে পাড়ি জমাতে ঘণ্টি দিলো। নাবিকেরা তার নির্দেশ মতোই কাজ করলো। হাবসী গ্রাণ্টকে আবৃত করে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়ছিল। পাহাড়ের ওপরে সারি সারি বন্য লোক এসে জমায়েত হয়েছে। হাতে তাদের তীর ধনুক আর বর্শা। মশালও আছে কারো কারো হাতে। একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল দুই দলে। বন্দুকের ব্যবহার ওরা জানে না। সুতরাং অনেক বন্য লোকই বন্দুকের গুলিতে মারা পড়লো। সমানে বন্দুকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওরা তীর ছুঁড়তে লাগলো। সারা বনভূমির বন্য জন্তুর দলও ছুটোপুটি লাগিয়ে দিল একেবারে। অশান্ত হয়ে উঠলো সুবর্ণ নদীর তীরভূমি। গ্রাণ্টকে লক্ষ্য করে একটা তীর নিক্ষেপ করলো ওদের দলনেতা—অব্যর্থ লক্ষ্য তার। হাবসী হঠাৎ বুক দিল পেতে সেই তীরটা প্রভুর গায়ে যাতে না লাগে। হাবসীর বুকে লাগলো সেই বিষাক্ত তীর। ও নদীর জলে পড়ে গেল। পড়তে পড়তে বললো ও: 'ঋণ শোধ হলো আমার, আমি চললাম।'

আর তার কণ্ঠ শোনা গেল না। প্রবল স্রোতে সে কোথায় যেন অকস্মাৎ হারিয়ে গেল নিমেষের মধ্যেই। গ্রান্ট পাগলের মত হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে তাকে লক্ষ্যে আনতে চাইল। মার্শাল খুড়ো বললেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে, 'গতস্য শোচনা নাস্তি। হাবসীকে আর পাওয়া যাবে হে ছোকরা! ও সত্যিই প্রভুভক্তির নিদর্শন রেখে গেল ওর নিজের প্রাণ দিয়ে—সাবাস হাবসী সাবাস। তোমাকে হাজার সেলাম।' মার্শাল খুড়ো ক্রুশ আঁকলেন তাঁর বুকে। তাঁর দেখাদেখি সবাই তাই করলো মৃত হাবসীর আত্মার সম্মানে।

অসভ্য লোকগুলো আরো অনেক অনেক এসে ক্রমে ক্রমে জমায়েত হতে লাগলো পাহাড়ের পাদদেশে। পরনে তাদের বন্য পশুর চামড়া দিয়ে তৈরি বিচিত্র সব পোশাক। তাদের সঙ্গে আশ্চর্যের ব্যাপার, একজনও মেয়ে কিংবা শিশু কিংবা বৃদ্ধ লোক ছিল না। সবাই জোয়ান তারা। লম্বায় ছয় থেকে সাড়ে ছয় ফুট। বলিষ্ঠ চেহারা। হবারও কথা। বনে বাস করে তারা বন্য পশুদের সঙ্গে। তাদের বশ করে তারা দিনের পর দিন অস্ট্রেলিয়ার এই জঙ্গলে থাকে। তাদের সংসার আছে এবং সমাজও একটা আছে বৈকি। অস্ট্রেলিয়ার এই ভয়াবহ অরণ্যে কত রকমের নাম-না-জানা পশু আছে; তাদের সঙ্গে আছে বাঘ-ভালুক-সিংহ-কাঙারু প্রভৃতি জন্তুর দল। কত রকমের শ্বাপদ অধ্যুষিত এই বন। সুতরাং বন্য লোকের কবলে না গেলেও বন্য পশুর হাত থেকে কারো রেহাই পাবার কথাই নয়। তাই যত শীঘ্র সম্ভব এই দেশ ছেড়ে পালানোই মঙ্গল।

'জোরসে জাহাজ চালাও ভাই সব। বেশিক্ষণ এদের সঙ্গে লড়াই চালানো যাবে না; সংখ্যায় এত এরা বেশি যে, এদের মেরেও শেষ করা যাবে না। আর এই ভাবে এদের হাতে পড়লে আমাদের নিস্তার থাকবে না। এরা মানুষ খায়।' মার্শাল খুড়ো এবার ক্যাপ্টেনের কার্যভার নিজেই গ্রহণ করলেন এবং জোরে আরো জোরে জাহাজ চালাবার হুকুম দিলেন তিনি নাবিকদের। নাবিকরা তাঁর

কথামতো আরো জোরে জাহাজ চালাতে শুরু করলো। হাবসী তাদের সকলের চোখের সামনেই বুকে বিষাক্ত তীর গেঁথে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না। গ্রাহাম জন গ্রান্টকে সামলাচ্ছে। হাবসীর মৃত্যুতে সে বেশই শোকাভিভূত হয়েছে। বাবার আমলের একজন অতি প্রভুভক্ত ক্রীতদাসকে হারাতে হলো তাকে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস একেই বলে আর কি।

'আরে বাবা, এত সোনার কাঁড়ি তার কিছু নিয়েছি আমরা, তাই এত ক্ষোভ, তাই এত যুদ্ধ?' মিঃ লয়েড বললেন। তাকে সমর্থন জানালেন মন্টিকার্লো। 'আমি এমনি একটা কিছু ঘটবে জানতাম।' 'আগে বলাই আপনার উচিত ছিল মিঃ মন্টিকার্লো, আমরা তাহলে এতদূর কিছুতেই অগ্রসর হতাম না।' লেখক জোন্স কথাটা বললেন সবাইকে লক্ষ্য করেই। গুলি চালানো তাঁরা ততক্ষণে বন্ধ করে দিয়েছেন। বৃথা অপচয় বন্দুকের গুলির, কতজনকে মারবেন তাঁরা। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখির মত উদয় হচ্ছে ওরা—ওই সব বন্য মানুষের দল। গুলি ফুরিয়ে যাবে এবং তাদের নিরাশা বাড়বে তাতে।

'ভুল বুঝছেন আপনারা। ওরা মোটেই এই স্বর্ণরেণু নিয়ে মাথাও ঘামায় না। সোনার ব্যবহার ওরা একদম জানে না। এই স্থানে ওরা কাউকে কবর দিতে এসে আমাদের হঠাৎ ওখানে ওইভাবে দেখে ওরা ক্ষেপে উঠে তীর চালাতে আরম্ভ করে। দেখছেন না এটা ওদের কবরভূমি শ্মশান।' মার্শাল খুড়ো সমুচিত বিজ্ঞতার সঙ্গেই কথাগুলো বললেন মিঃ মন্টিকার্লো, মিঃ লয়েড আর মিঃ জোন্সকে লক্ষ্য করেই। জাহাজ ওদের ততক্ষণে তীর পৌছনোর দূরত্ব থেকে সরে এসেছে অনেক দূরে।

'বিপদ মুক্ত আমরা, এবার কিছু খাওয়া দরকার।' মার্শাল খুড়ো আবার বললেন। স্যাণ্ডউইচ এবং বীয়ার খেয়েই আজকের রাতটা কাটাতে হবে আমাদের। কারণ আমরা আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু হাবসীকে হারিয়েছি। তার আগে বন্দুকগুলো সবাই আমার কাছে জমা দিন।

গ্রাহাম, গ্রাণ্ট, তোমরাও তোমাদের বন্দুক ছুটো আমার কাছে জমা দাও হে ছোকরা—বলা তো যায় না, ফট করে একটা কিছু করে ফেলাও তোমাদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। তাই আগেভাগে সাবধানতা আর কি।'

মার্শাল খুড়োর কথাগুলো সবাইকার মনে ধরলো। তারা একে একে সবাই মার্শাল খুড়োর কাছে তাদের বন্দুকগুলো জমা দিল। সর্বসমেত আটখানা বারুদভরা বন্দুক। একটা তো নদীর গর্ভে হাবসীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছে। মার্শাল খুড়ো এবার খাবার সন্ধান করতে লাগলেন এবং পেলেনও। তাই সবাইকে দিলেন তিনি। হাবসীর অভাব কারুকে বুঝতে দিলেন না তিনি।

সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম। তায় একটা খণ্ডযুদ্ধ। সবাই কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছিল। স্যাণ্ডউইচ আর বীয়ার খেয়ে সকলে নবশক্তি ফিরে পেলো। এর জন্য সবাই তারা মার্শাল খুড়োকে ধন্যবাদ দিল। সবদিকে লক্ষ্য আছে লোকটার। তাঁর ওপর শ্রদ্ধা ক্রমশ সবাইকার বেড়ে যেতে লাগল। জাহাজ আস্তে আস্তে নদীর মোহানা থেকে বেরিয়ে এইমাত্র সাগরে পড়লো। আকাশের শুকতারা একেবারে পশ্চিমদিকে হেলে পড়েছে। রাত ভোর। সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে এবার জাহাজের ডেকের ওপরই বিশ্রাম নেবার জন্য খানিকটা শুয়ে পড়লো। জাহাজের পালে এবার দারুণ বাতাস তার অনুকূলেই বলতে হবে। জাহাজ জোর ছুটলো সাগর পাড়ি দিতে। ভারত মহাসাগর—তারপর অতলান্তিক মহাসাগর—তারপর আপন দেশ আমেরিকার ফ্লোরিডা দ্বীপ। ওইখান থেকেই ওর ক্যাপ্টেন গ্রাণ্টের সব থেকে বড় জাহাজ জেনারেল গ্রাণ্টকে ভাসিয়েছিল। একটা দিন গেল না তো, গোটা একটা বছর অতিবাহিত হল যেন তার ছুর্ভাগ্যের সঙ্গে সৌভাগ্যের অনন্ত একটা সেতুবন্ধন করে। হাড়ে হাড়ে দিনটার কথা মনে থাকবে সবাইকার। স্বর্ণরেণুর সঙ্গে যুদ্ধের একটা ইতিকথা লেগেই রইল।

সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। মার্শাল খুড়ো মিঃ লয়েডের কানে কানে বললেন এতক্ষণে, 'কি বুঝলেন মিঃ লয়েড? বন্দুকগুলো হস্তগত করা গেল তাই না। অতলান্তিক সাগরে পড়ে নিজ মূর্তি ধারণ করবো। আপনি কিছু ভাববেন না। এ ধনদৌলত সোনার কাঁড়ি সবই আমাদের।'

'বাস্তবিক, আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয় মার্শাল।'

'শুধু দেখে যান না কি করি আমি।'

'আচ্ছা। দায়-দায়িত্ব সবই আপনার। কিন্তু ওই নাবিকগুলোকে হাত করা চাই তো?'

'হবে—সমস্তই হবে মিঃ লয়েড।'

'ভগবান যীশু আপনার সহায় হোন।'

'চুপ—একদম চুপ্। আর কথা নয়—এবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

মার্শালের পরামর্শানুসারে সত্য সত্যই মিঃ লয়েড ঘুমিয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগলেন। মার্শাল মনে মনে বেশ জোরেই হেসে উঠলেন আর কি। তার বুদ্ধির কাছে এরা তো শিশু। এই সোনায় ভরা জাহাজখানার মালিক হবে সে একলাই—এই রকমই ইচ্ছে আছে তার। তাই এই হাসি—আভ্যন্তরীণ হাসি।

চারিদিক রোদে হাসছে। সোনালী দিন একটা এলো আবার। মার্শালের চোখে ঘুম নেই। একটা কড়া তামাকের পাইপ ধরালেন তিনি। ক্যাপ্টেন হয়ে জাহাজের হাল ধরে বসলেন। এ জায়গা আর ছাড়ছেন না। দুরন্ত গতি নিয়ে জাহাজ আপন মনেই ছুটে চলেছে। পালে হাওয়া ধরেছে তার অনুকূলে। সুতরাং নিশ্চিন্ত। শুধু জল আর জল। চারিদিকে জলের রাশি। নীল জলরাশি সাগরের উচ্ছল হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। মার্শালের মনটাও ওরই মতো বিক্ষিপ্ত চঞ্চল। এত সোনার কাঁড়ি নিজের ভোগেই সব লাগাতে হবে। সদ্ব্যবহারই করতে জানে যে, সে সুখী হয়, সৌভাগ্যশালী হয়। আকাশের অনেক উঁচুতে একটা সাদা চিল উড়ছে।

১০

…জাহাজের গতি যতই বেড়ে চলেছে জাহাজের যাত্রীরাও তত আনন্দোৎফুল্ল হচ্ছে। তাড়াতাড়ি দেশে ফেরার আনন্দ তাদের সবাইকেই পেয়ে বসেছে। অথচ একটা গণ্ডগোল মাথা চাড়া দিতে চাইছে তাদের মাঝখানে। মার্শাল খুড়োই এই দল পাকানোর মূলে তা এখন জন গ্রাণ্ট, মাইকেল গ্রাহাম আর জোন্সের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সেদিন সন্ধ্যে হতে আর দেরী নেই। আকাশে কুয়াশা নামতে শুরু করেছে এবং সাগরের বুকে সূর্যের শেষ রক্তরেখা এই মাত্র মুছে গেছে। জন গ্রাণ্ট, মাইকেল গ্রাহাম আর জোন্স এরা তিন বন্ধুতে জাহাজের পাটাতনে এসে একখানা বেঞ্চ দখল করে বসেছিল আর আকাশ ও সমুদ্রের দিকে আনমনাভাবে তাকিয়ে থেকে তারা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা চালাচ্ছিল। নিজেদের বোকামিতে তারা নিজেরাই মনে মনে দগ্ধ হচ্ছিল। গ্রাণ্ট সেই কথাটাই বললো।

'এই বোকামির প্রায়শ্চিত্ত আমাদের করতে হবে—এর এখন আর কোন প্রতিকার নেই ; তাই না জোন্স?'

'তা ঠিকই।'

'সুতরাং ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ!'

'হ্যাঁ তাও ঠিক। তা ছাড়া আর কি করারই বা আছে বলো?'

'আর কিছুই করার নেই।'

'তা ছাড়া'—কথাটা গ্রাহাম বললো এবার ওদের পশ্চাতে টাঙানো

বন্য মানুষের সেই নরকংকালটার দিকে হঠাৎ তাকিয়ে থেকে। কংকালটা মার্শাল খুড়োই এনে টাঙিয়ে দিয়েছিল জাহাজের এই পাটাতনে, সকলের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও। মিলিটারী মানুষ মার্শাল খুড়োকে তার এই কাজ থেকে কেউই বিরত করতে পারে নি। সুতরাং নির্বিবাদে নরকংকালটি জাহাজের পাটাতনে স্থান পেয়েছিল। রাতের বিভীষিকারূপে এই-ই যে উদ্যম নিয়ে এতো উদ্দাম হবে, তা কে জানতো? ব্যাপারটা তাই ঘটেছিল এবং সেটা ক্রমশই প্রকাশ্য। সে কথায় পরে আসছি আমি। এখন যা বলছিলাম।

জাহাজের সবাই একজোট হয়ে মার্শাল খুড়োর দলে যোগ দিয়েছে —এমন কি কুকুর ব্লাকিটাকে পর্যন্ত মার্শাল খুড়ো অদৃশ্য যাদুবলে আপন করে নিয়েছে একেবারে। ব্লাকি এখন তারই আনুগত্য স্বীকার করে তারই কাছে কাছে ঘুরছে। গ্রাণ্টের ধারে কাছেও ঘেঁসছে না ইদানীং। আকাশে একটু পরেই চাঁদের আলো উঠলো। সারা সাগর জ্যোৎস্নায় একেবারে প্লাবিত হয়ে গেল। সে এক মোহনীয় রূপ সাগরের এবং উদার আকাশের। সাগর আকাশ এক সঙ্গে মিশে গেছে যেন দূর দিগন্তে। তবে এই দৃশ্য তাদের তিনজনের প্রাণে বা মনে এতটুকুও শান্তির প্রলেপ দিতে পারছিল না। তারা শুধু একটা বড় রকমের বিপদের আশা করছিল সব সময়েই। বন্দুক চাওয়া নিয়ে সেই বিপদের ছায়াপাত হয়ে গেছে। মার্শাল খুড়ো এবং তার দলের রুদ্র মূর্তিগুলো এখনো তাদের চোখের সামনে ভাসছে। হে ভগবান পুত্র যীশু। এই বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করো প্রভু। সকলের মনেই তাদের এখন এই প্রার্থনা গুমরে মরছিল।

'তা ছাড়া ব্যাপারটার গতি প্রকৃতি খুবই দ্রুত পরিবর্তন করছে তাই না গ্রাহাম।'

'হ্যাঁ, আমি তাই-ই বলতে চাইছি।'

'দেখা যাক কি হয় শেষ পর্যন্ত।'

'ভগবান যীশু আমাদের বাঁচাবার ভার নিয়েছেন গ্রাণ্ট—ঘাবড়াবার

এতে কিছুই নেই।'

'না, ঘাবড়াবার কি আছে? আরে বাবা মরতে তো একদিন হবেই। তাছাড়া লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু এটা তো সবাইকার জানা কথাই। আমাদের আকাশ ছোঁয়া লোভের জন্য পাপ করলাম ওই জঙ্গলী মানুষদের মেরে সুতরাং—।'

গ্রাণ্টের কথা শেষ হবার আগেই কে যেন আগ্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার অসমাপ্ত কথার ইতিরেখা টানলো ঃ

'সুতরাং সেই পাপের সাজা তো ভোগ করতেই হবে তাই না জন গ্রাণ্ট?' কথাটা তার অন্য দুই বন্ধুর গলায় বলা হয় নি মোটেই। বিস্মিত হয়ে তিনজনেই তারা তিনজনের মুখের দিকে তাকালো এবং আশেপাশে তাকিয়ে ভালভাবে দেখলো তারা—না, ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। শুধু ওদিকের শেষ কিনারা ঘেঁসে মার্শাল খুড়ো হাল ধরে জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রিত করছিল আর তার পাশে চুপ করে বসে-ছিল বাধ্য প্রভুভক্ত কুকুরের ভূমিকা নিয়ে জন গ্রাণ্টের কুকুর ব্লাকি।

'তাইতো, কথাটা বললো কে বলো তো গ্রাহাম?'

'আমিও তাই বলছি—এমনি হেঁড়ে গলার কথাটা মানে আসল সত্যটা আমাদের জানিয়ে দিল।'

'আশ্চর্য তো। ধারে কাছে কেউই তো নেই।'

'তাই তো বটে।'

'তাহলে—।'

'কথাটা কি হাওয়া থেকে ভেসে এলো?' কথাটা বললো এতক্ষণ চুপ করে যে ছিল, সেই জোন্স। জোন্স কবি প্রকৃতির মানুষের দলে। সে এসেছিল এই অভিযানে যত না সোনার লোভে তারও বেশি নূতন দেশ আর নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। কথাটা বলেই তারা একসঙ্গে তাদের পশ্চাতে টাঙানো কংকালটার প্রতি দৃষ্টিপাত করলো হঠাৎ। অথচ তারা ভূতে বিশ্বাস বড় একটা কেউই করে না তবে ভূত সম্বন্ধে যে দুর্বলতা থাকা মানুষের স্বাভাবিক তা তাদের অবশ্যই ছিল।

এখন সেই দুর্বলতায় প্রবল একটা আঘাত করলো যখন তারা তিন বন্ধু দেখলো নরকংকালটা তাদের কথার উত্তরে বললো ঃ

কথাটা হাওয়া থেকে আসবে কেন জোন্স। আমিই বলছি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের সবাইকেই করতে হবে। এ জাহাজে আমি আগুন ধরিয়ে দেবো রাতের গভীরে সুতরাং কেউই তোমরা বাঁচবে না। আমার বন্ধুদের খুন করে তোমরা এই সোনার রাশি নিয়ে গিয়ে দেশে ভোগ করবে মনে করেছো তা হচ্ছে না। আমি এ জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেবো—হা-হা-হা।

নরকংকালটা দুলে উঠলো এবং বিকট একটা অট্টহাস্য করে উঠে হঠাৎ একেবারে চুপ মেরে গেল। তারা তিন বন্ধু তাতে যার পর নাই আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। যদিও ভূতে বিশ্বাস তাদের একেবারেই ছিল না—সেই অবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করার জন্যই বোধ হয় এই বন্য মানুষের নরকংকাল তাদের কথার জবাব দিল এমনি ভাবে। প্রেতাত্মা সম্বন্ধে বহু লেখা ও ঘটনাও পড়েছে এবং শুনেছে তারা; তবু এতদিন ওগুলো তাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মোটেই মনে হয় নি, আজ বোধহয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গলী এই নরকংকালের এই হঠাৎ প্রতিহিংসার বাণী উচ্চারণ। সুতরাং এ বিশ্বজগতে কোন কিছুই অবিশ্বাস করার মতো নেই। অবিশ্বাস্য হলেও এটা তো সত্য যে নরকংকালটা তাদের কথার জবাব তাদের ভাষাতেই হুবহু দিল তাদের তিন বন্ধুকে একেবারে হতবাক করে দিয়ে; তাই এটা বুঝতে তাদের আর এতটুকুও দেরী হলো না যে পাপের শাস্তি তাদের নিতেই হবে। একেই মার্শাল খুড়ো তাদের তিন বন্ধুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে তাদের যাতে না এই সোনার ভাগ দিতে হয় তারই বিপক্ষে। তারা সবাই একজোটও হয়েছে—জাহাজের খালাসীদের পর্যন্ত তারা হাত করে নিয়েছে। মার্শাল খুড়ো একটা আস্ত শয়তান এবং অত্যন্ত স্বার্থপর ব্যক্তি। এমনি ভাবে হয়তো সে সমস্ত সোনারই দখলিদার হয়ে প্রচুর টাকার অধিকারী হয়ে বসবে—তার পরিকল্পনা দেখে

তো তাই আপাতত মনে হচ্ছে। এক রামে রক্ষা নেই সুগ্রীব তার দোসর। সুতরাং এই বিপদ থেকে উদ্ধারের আর কোনো পথই তাদের খোলা রইল না। তাই মরতে তারা তৈরি হয়েই রইল অতঃপর।

'হে ঈশ্বর পুত্র যীশু। আমাদের দয়া করো প্রভু; আমাদের পাপের লোভের মার্জনা করে দাও এবং এই বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাও তুমি।'

ওরা তিনজনেই প্রার্থনা জানালো তাদের অন্তরের দেবতা যীশুখৃষ্টকে। যীশুখৃষ্ট তাদের ডাকে সাড়া দিল কিনা তা ওরা পরে জেনেছিল। তবে ডাকে যে ওদের একান্ত আন্তরিকতা বর্তমান ছিল তাতে আর এতটুকুও সন্দেহ নেই। মন্টিকার্লো নরকংকাল দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এবং নরকংকাল দেখে বারংবার বুকে তিনি ক্রুশও এঁকেছিলেন। সেদিন তার এই কাণ্ড কারখানা দেখে তারা তিন বন্ধুতেই অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল আজ তাই তাদের জীবনে বিশ্বাসের প্রত্যয়ের শেষ চিহ্ন রেখে গেল। নরকংকালটা শুধু কথাই বললো না; ভয়ংকর প্রতিশোধের ইংগিত দিল এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে দারুণ অট্টহাস্যে সারা জাহাজখানা কাঁপিয়ে তুললো। নরকংকালের সেই অট্টহাস্য জাহাজের যে যেখানে ছিল সবাই শুনলো এবং সেই প্রকাণ্ড হাসি শুনে হাল ছেড়ে বন্দুক হাতে ছুটে এলেন সবাইকার সঙ্গে মার্শাল খুড়োও। এসেই জানতে চাইলেন তিনি :

'এই প্রচণ্ড অট্টহাসি হাসল কে?'

'আমরা নই।'

'তবে কে?'

'ওইটা।'

'তার মানে?'

'ওই নরকংকালটা।'

'কংকাল আবার হাসে—কথা বলে; এ তো নতুন কথা বললে হে ছোকরা।'

'সত্যিই তাই।'

'অবাক কাণ্ড।'

'তাইতো আমরাও বলি।'

'জেগে স্বপ্ন দেখছো নাকি হে ছোকরা? এও বিশ্বাস করতে হবে আমাকে?'

'হ্যা।'

'অবাক কাণ্ড তো। জোর করে বিশ্বাস করাবে নাকি?'

'না।'

'তবে?'

'যা সত্যি ঘটেছে তাই।'

'তোমরা বলছো ওই বীভৎস হাসিটা হেসেছে ওই নরকংকালটা যেটা নাকি একেবারেই অবিশ্বাস্য হে ছোকরা।'

'অবিশ্বাস্য হলেও তা সত্যি।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে আমরা নাচার।'

'তবে হাসিটার ফাঁকেই আছে এবং একটা প্রতিহিংসার জ্বলন্ত আবেগও আছে।'

'তবেই বুঝুন।'

'বুঝেছি। এবং এটাও জানি তোমাদের তিন বন্ধুর কোনো এক-জনের জাঁক। আমাকে ভয় দেখাতে চাইছো তাই না হে ছোকরা?'

'না, তা চাইছি না।'

'তবে?'

'সত্যি যা তাই বলছি মার্শাল খুড়ো, অট্টহাস্যটা ওই নরকংকালের।'

'তা হলে এরপর বলবে যে নরকংকালটা প্রতিহিংসা নেবে বলে শাসিয়ে গেছে তোমাদের তাই না হে ছোকরা?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'নরকংকাল কথা বললো?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ চমৎকার একটা ফন্দি বার করেছো তো।'

'ফন্দি নয় মার্শাল খুড়ো, সত্যিই এই নরকংকাল আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে। ও প্রতিহিংসা নিতে আমাদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেবে বলেছে।'

'তাই নাকি? কিন্তু আগুন পাবে কোথায়?'

'ওর চোখে আগুন আছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ মার্শাল খুড়ো, কথাটা অবিশ্বাস করবার এতটুকুও হেতু নেই—আমরা নিজের কানে শুনেছি এবং দেখেছি ওই নরকংকালের চোখে দারুণ একটা আগুনের লেলিহান শিখা।'

'গল্পটা ভালই।'

'গল্প নয় এটা সত্যি।'

'আমি বিশ্বাস করি না'

'তাহলে আর কি করার আছে।'

'কেন আমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যে তোমাদের হাত ধরা ওই কংকালটাকে হাসতে বলো না একবার, দেখে এবং হাসি শুনে কৃতার্থ হই।'

'এটা খুবই সত্য।'

'তবে ওটা আর একবার হাসুক।'

'ও কি আমাদের কথা মতো হাসবে বা কথা কইবে মার্শাল খুড়ো। ওর যদি ইচ্ছা হয় আবার কথা বলবে এবং হাসবে; সেটা ওর মর্জির ওপরই নির্ভর করছে মার্শাল খুড়ো।'

'গল্প আমি পছন্দ করি না একদম। আমি মিলিটারী লোক, বাস্তব জীবন নিয়ে আমার কারবার বুঝেছো হে ছোকরা। সুতরাং ভূতের বানানো গল্প আমি পছন্দই করি না।'

'তা হলে আর কি বলবো আমরা?'

'কেন? বানিয়ে বানিয়ে বলো না আজ আমাকে ওই ভূতটা মেরে ফেলে আমার জাহাজখানা সাগরের অতল তলে তলিয়ে দেবে। এতো পরিশ্রম এতো পরিকল্পনা আমার ব্যর্থ করে দেবে।'

'তা হলে এখানে এলেন কেন?'

'অট্টহাসি শুনে।'

'ওই হাসি কি আমরা সাধারণ মানুষেরা হাসতে পারি কখনো?'

'না, তা পারো না। বিকট মানে বীভৎস হাসি এখনো পিলে চমকানো তা স্বীকার করছি হে ছোকরা।'

'সুতরাং এটা স্বীকার করছেন না কেন যে ওই বিকট হাসিখানা হেসেছে আমাদের জাহাজে টাঙানো ওই নরকংকালটা যাকে আপনিই এনেছেন ওই সুবর্ণ নদীর তীর থেকে তুলে।'

'বলছো?'

'হ্যাঁ তাই বোঝাতে চাইছি।'

'তাহলে?'

'হাসিটা নরকংকালের।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ ভেজালহীন সত্যি।'

এবার যেন কথাটা বিশ্বাস হলো মার্শাল খুড়োর। তাই কথাটার সত্যতা যাচাই করার জন্য মার্শাল খুড়ো তাঁর বন্দুক দিয়ে তিনবার ফাঁকা শব্দ করলেন গুড়ুম গুম গুম। তারপর খাঁটি মিলিটারী কায়দায় স্যালুট জানালেন সেই বন্য মানুষের নরকংকালটাকে তারপর হাঁটু গেড়ে বসে তার সামনে জানালেন তাঁর এই আর্জিটুকু:

'যদি তুমি সত্য হও তবে আর একবার হেসে আমার প্রত্যয় আনো।'

কি আশ্চর্য। সবাই জাহাজের অবাক হয়েই শুনলো কংকালটা আন্দোলিত হলো তার পর গোটা গোটা দাঁতগুলো দিয়ে তার বিকট ভাবে আবার একবার হেসে উঠলো এবং গম্ভীর গলায় বললো:

'দিন তোমাদের ঘনিয়ে এসেছে, মরার জন্য তৈরি থাকো সবাই।'

মার্শাল খুড়োই শুধু নয় আর সবাই জাহাজের মায় নাবিকগুলো শুদ্ধ ভীত হয়ে উঠলো আর মন্টিকার্লো তো ভয়ে একেবারে পাংসু হয়ে গেলেন। তিনি বারংবার শুধু 'ও গড ও গড' করতে লাগলেন আর বুকে তার ভগবান যীশুর ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে লাগলেন। একটা নিদারুণ দৈববাণী যেন এক মুহূর্তে জাহাজের আবহাওয়াটাই বদলে দিল। ব্লাকির এবার বোল ফুটলো; সে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করতে করতে সারা জাহাজখানার পাটাতনে ছোটাছুটি করে দিল হঠাৎ। সবাই জানলো এবং বুঝলো একটা অশুভ বিষাদের ছায়া সারা জাহাজখানাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে হঠাৎই।

'ভূত তাহলে আছে।'

মার্শাল খুড়ো কথাটা বলতে বলতে তার হাল ঘরে গিয়ে জাহাজের হাল ধরলেন। নরকংকালটার সাবধান বাক্য সবাইকার মনে একটা অহেতুক ত্রাসের সঞ্চার করে সবাইকেই মনমরা করে দিল:

'দিন তোমাদের ঘনিয়ে এসেছে মরার জন্য তৈরি থেকো সবাই।'

জাহাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সাগরের জলধারাও সেই মতো দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হচ্ছে।

১১

···সেদিন রাত গভীর। সবাই তখন জাহাজের খোলে আশ্রয় নিয়েছে ঘুমের কোলে। শুধু হাল ধরে বসে আছেন মার্শাল খুড়ো। আর তারই সামনে লেজ গুটিয়ে প্রভুভক্ত কুকুর ব্ল্যাকি। চোখ বুজিয়ে থাকলেও তার ঘুম খুবই সজাগ। কুকুরের প্রকৃতিই তাই। জাহাজ আপন গতিপথে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ সেই নরকংকালের আবির্ভাব হলো মার্শাল খুড়োর একেবারে সামনে। চোখ দিয়ে তার আগুন ঠিকরে পড়ছে। মার্শাল খুড়ো ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই সেই নরকংকাল তাকে বললো ঃ

'না, না, অবিশ্বাসের কিছু নেই মার্শাল। আমিই স্বশরীরে তোমার কাছে এলাম।'

'কেন এলে তাই তো জানতে চাই ?'

'কথা আছে।'

'কি কথা ?'

'আমাকে চিনতে পারছো না মার্শাল।'

'না, কে তুমি ?'

'আমি তোমার খুবই আপন জন।'

'তার মানে ?'

'আমি তোমার বন্ধু মানে একেবারে অন্তরঙ্গ বন্ধু ইলিয়ট। কি এবার চিনতে পারছো মার্শাল ?'

'ইলিয়ট—মানে—?'

'হ্যাঁ, একদিন তুমিই যাকে তোমার বন্দুকের গুলিতে হত্যা করেছিলে।'

'তার মানে ?'

'মানেটা খুবই স্পষ্ট। গত মহাযুদ্ধে তুমি আর আমি সুবর্ণ নদীর স্বর্ণরেণু অঞ্চলে আমাদের জাহাজ ডুবি হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কি মনে পড়েছে এবার ?'

'হ্যাঁ, তাতে কি ?'

'তাতেই তো সব কিছু মার্শাল। আজ সুযোগ করে দিয়েছো তুমিই আমার খুনের বদলা নিতে। তৈরি হও তাহলে।'

'কি করতে চাও তুমি ইলিয়ট ?'

'তোমাকে খুন করতে চাই।'

'আমার কাছে বন্দুক আছে। এই বন্দুককে তুমি ভয় করো না ইলিয়ট ?'

'একদিন করতাম। কিন্তু আজ আর ভয় করি না।'

'কারণ ?'

'কারণ ওটা আমার আজ আর কিছু ক্ষতিই করতে পারবে না।'

'মানে ?'

'এই ভূতকে তুমি তো কিছুতেই আর মারতে পারবে না মার্শাল ?'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে পরীক্ষাই করি একবার।'

এই বলেই মার্শাল খুড়ো ইলিয়টের প্রেতাত্মার প্রতি বন্দুক চালালো হঠাৎ পাগলের মতো। কিন্তু কি আশ্চর্য, তাতে প্রেতাত্মা ইলিয়টের কিছুই হলো না। বহাল তবিয়তে দাঁড়িয়ে রইল না শুধু আবার একবার অট্টহাস্য করে উঠলো। তার সেই নরকীয় অট্টহাস্যে সারা জাহাজখানাই দুলে উঠলো। সব কথাই মনে পড়লো এবার মার্শল খুড়োর। ১৯৪৩ সালের বিশ্বযুদ্ধে তারা দুই বন্ধু মার্শাল আর ইলিয়ট জাহাজ ডুবি হয়ে সুবর্ণ নদীর স্বর্ণভূমিতে অশ্রেয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। এবং অস্ট্রেলিয়ার বন্য অধিবাসীদের কৃপায় তাদেরই কাছে

আশ্রয় পেয়েছিল। বন্য অধিবাসীদের কোনো অধিনায়ক ছিল না, তাই তারা এই দুই নবাগত মানুষের মধ্যে একজনকে তাদের অধিনায়ক নির্বাচিত করেছিল। তারা ইলিয়টকেই তাদের অধিনায়ক হিসাবে মেনে নিয়েছিল। তাতেই রাগে ফেটে পড়েছিল মার্শাল। কারো প্রাধান্য জীবনে তিনি ক্ষমার চোখে দেখতেন না। তাই এই ব্যাপারটাও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। সরাসরি তিনি বলেছিলেন সেদিন তার বন্ধু ইলিয়টকে ঃ

'অধিনায়ক হবার যোগ্যতা কিন্তু তোমার চাইতে আমারই বেশি ইলিয়ট। সুতরাং এর একটা মীমাংসা হওয়ার দরকার। এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায় ?'

'সুবর্ণ নদীর তীরে।'

'কেন ?'

'ওখানেই মীমাংসা হয়ে যাবে।'

'কি করে ?'

'চলো তাহলেই জানতে পারবে ইলিয়ট।'

'আচ্ছা চলো।'

তারা দুই বন্ধু সুবর্ণ নদীর তীরে এসে হাজির হলো। তখন সবে মাত্র সন্ধ্যা সমাগত। বন্য অধিবাসীরা কেউ এলো না তাদের সঙ্গে। নদীতীরে এসে নির্জন একটা পাহাড়ের ধারে হঠাৎ ইলিয়টকে বন্দুক দিয়ে গুলি করে হত্যা করলো মার্শাল। তারপর তাকে সেই বালুকা-ভূমিতে কবর দিয়ে অনেক কষ্টে এবং ভাগ্যের অনন্ত করুণায় দেশে ফিরতে সক্ষম হলো। সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেতাত্মা হয়ে ইলিয়ট এসেছে তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে। ভুলটা করেছিলেন মার্শাল খুড়ো নিজেই তার নরকংকাল তাদের জাহাজে তুলে নিয়ে। এখন ভুলের মাশুল তো তাকে দিতেই হবে। পালাবার পথ নেই। বন্দুকের গুলিতে সামান্যতম আহত না হয়েই তাই ইলিয়টের প্রেতাত্মা

মার্শালকে বললেন ঃ

'পরীক্ষা হলো তো মার্শাল। দেখলে তো আমার আজ আর কোনো ক্ষতিই হলো না। কারণ কি জানো ?'

'কি ?'

'বায়বীয় শরীরকে কোনো অস্ত্রই মারতে পারে না মার্শাল। সুতরাং সে চেষ্টা বৃথা।'

'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখলে।'

'তা দেখলাম। কিন্তু কি করতে চাও তুমি ?'

'আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে।'

'তার জন্যে ?'

'তার জন্যে তোমাকে খুন করবো আমি মার্শাল, কোনো ভয় নেই তোমার।'

'তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না।'

'আচ্ছা দেখা যাবে।'

'মনে রেখো আমি মার্শাল। কোনো কিছুতেই আমি তোমাদের মতো ভয় পাই না ইলিয়ট।'

'তা জানি। তবে এবার তোমার বাঁচার পথ একটাও খোলা নেই মার্শাল, এটা জানাতে এলাম তোমাকে।'

'ভাল কথা। এবার তুমি যেতে পারো।

'আচ্ছা, তবে আবার দেখা হবে। এখন আমি চললাম। যাবার আগে বলে যাই এ জাহাজে আমি আগুন জ্বালিয়ে দেবো। সুতরাং পরিশ্রম আর অর্থব্যয়ই তোমাদের সার হবে, আসলে এতো সোনার কিছুই পাবে না তুমি।'

'যাও যাও। মার্শাল তাতে ভয় পায় না।'

'আচ্ছা, আসি।'

'এসো।'

প্রেতাত্মা চলে গেল। মার্শাল মুখে বড়াই করলেও অন্তরে কিন্তু খুবই দমিত হয়ে গেল। নরকংকালের কথা যদি সত্য হয় তাহলে তো বিপদের কথা বটে। জাহাজখানায় আগুন ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়ে গেল ইলিয়টের প্রেতাত্মা। মানুষ মরে গেলে তার প্রেতাত্মা আবার মানুষের বদলা নিতে আসে, এটা বহু বইয়ে পড়াই ছিল এতোদিন মার্শাল খুড়োর ; তিনি তা মোটেই বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু আজ তাঁর সেই অবিশ্বাসের মূল ধরে টান দিল তাঁর বন্ধুর প্রেতাত্মা। অতএব ভাবনার কথা বৈকি। মার্শাল খুড়ো মনে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য ব্ল্যাকিকে বললেন।

'ব্ল্যাকি, তুই আমার সহায় হোস্।'

ব্ল্যাকি কিছুই বুঝলো না মার্শালের কথা। তাই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো ঘেউ ঘেউ করে। মার্শাল খুড়ো এই ঘটনাকে দুঃস্বপ্ন ভেবে আবার জাহাজের হালখানাকে শক্ত করে ধরলেন ! পরিকল্পনা মতো কাজ হলে এই স্বর্ণভর্তি জাহাজখানার মালিক হবেম তিনি একাই। আর কেউ তার ভাগীদার থাকবে না।...

১২

দশদিন কেটে গেছে ইতিমধ্যে। জাহাজ পালে ভর করেই চলেছে। মাস্তুলে উড়ছে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় পতাকা। উদ্বেগ নেই। শান্ত সাগর। আকাশের আবহাওয়াও খুব পরিষ্কার। নীলের সমারোহ জলে এবং অন্তরীক্ষে। হাল ধরে বসে আছেন মার্শাল খুড়ো। মিঃ জন গ্রাণ্টও তাতে কোনো আপত্তি করে নি। গ্রাহাম গতিক ভাল বুঝছে না। একটু একটু জাহাজের সমস্ত অধিকারটুকুই আয়ত্ত করে নিচ্ছেন মার্শাল খুড়ো। প্রতিবাদ করলেই একটা বিরক্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে— তা গ্রাহাম জানে। ব্ল্যাকিকেও উনি অধিকার করে নিয়েছেন। ব্ল্যাকি এখন তারই কাছে সব সময় ঘুর ঘুর করছে—ল্যাজ নেড়ে সোহাগ জানাচ্ছে এবং তাঁরই টেবিলের পাশে বসে আহার করছে। ইদানীং নাবিকরাই পালা করে রান্নার কাজ চালাচ্ছে। অবশ্য আদেশটা জারি করেছেন মার্শাল খুড়ো স্বয়ং। তিনিই এখন এই জেনারেল গ্রাণ্ট জাহাজের সর্বময় কর্তা। জন গ্রাণ্ট নিচে গেছে। হাবসীর মৃত্যু তাকে খুবই দমিয়ে দিয়েছে। প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হাবসী চির-কালের মতই চলে গেল। একটা অঙ্গই হানি হয়ে গেল জন গ্রাণ্টের। গ্রাহাম সে কথা ভালভাবেই জানে এবং অনুভবও করে। তবু মার্শাল খুড়োর এই আপত্তিজনক ব্যাপারটা জন গ্রাণ্টের গোচরে আনা দরকার। তাই একদিন আড়ালে পেয়ে গ্রাহাম তাকে বললো, 'জাহাজের সমস্ত অধিকার মার্শাল খুড়ো ছিনিয়ে নিচ্ছেন একটু একটু করে—এটার পরিণতি কিছু ভালো নয় মেটেই। আমি ব্যাপারটা মোটেই ভালো বুঝছি না।'

'মার্শাল খুড়ো কিন্তু আমাদের মাথাব্যথার কারণ নয় গ্রাহাম। মিঃ লয়েডই দল পাকাতে ওস্তাদ। ওকে অত্যন্ত কব্জায় রেখেছেন মার্শাল খুড়ো। সুতরাং মিছিমিছি চিন্তার কোনো কারণই নেই।'

'কারণ আছে গ্রাণ্ট। বন্দুকগুলো সেই যে উনি আমাদের কাছ থেকে নিলেন, আর তো ফেরৎ দেবার নাম করছেন না। সবসময়েই বন্দুকগুলো নিজের জিম্মায় রেখেছেন উনি। এ থেকে ঘটনার কিন্তু গতিপরিবর্তনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে।'

'তুমি কি বন্দুক চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ—কিন্তু উনি দিতে নারাজ।'

'তাই বুঝি?'

'হ্যাঁ তবে আর বলছি কি। তা ছাড়া ওর দলে এখন নাবিকরাও যোগ দিয়েছে। তা ছাড়া মিঃ লয়েড আর মিঃ মন্টিকার্লো তো আছেনই। আমি তো দেখছি মিঃ লয়েডের চাইতেও উনি বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠেছেন।'

'চলো তো দেখি।'

'চলো।'

দুই বন্ধু ওরা, জন গ্রাণ্ট আর মাইকেল গ্রাহাম তখনই হাল ঘরে মার্শাল খুড়ো হাল ধরে বসেছিলেন, এসে হাজির হল। গ্রাণ্টই কথাটার প্রমাণ নিতে মার্শাল খুড়োর কাছে বন্দুকটা ফেরত চাইলো, 'বন্দুকটা ফেরত দিন মার্শাল খুড়ো।'

'বন্দুকের কি প্রয়োজন পড়ল হে ছোকরা। বেশ তো শান্তিপুর্ণ-ভাবেই আমরা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অতলান্তিক সাগরে পড়েছি। আর মাত্র এইভাবে জাহাজ নির্বিবাদে চললে দেশে পৌঁছতে লাগবে একমাস—তাই না।'

'তা অবশ্য সত্যি। কিন্তু বন্দুকগুলো ফেরত দিতে আপনার আপত্তির কারণ জানতে পারি কি?

'আপত্তি আছে। আমি হাতের কাজটা সেরে নিয়ে তা তোমাদের

শীগগীরই জানাচ্ছি হে ছোকরা। তোমরা যাও—আমি একটু পরেই আসছি !'

'আসুন তাহলে। মোদ্দা বন্দুকগুলো সবাইকে ফেরত দেবার ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে মার্শাল খুড়ো।'

'আচ্ছা—দেখি চিন্তা করে। ব্ল্যাকি এখানেই থাকো···আমি আসছি।'

মার্শাল খুড়ো ওদের সঙ্গে খোলা জাহাজের পাটাতনে চলে এলেন। সেখানে সবাই ছিল। জাহাজ আপন মনে আপনার গন্তব্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

'কথাটা তাহলে অত্যন্ত সোজাভাবেই বলি। অস্ত্রই হচ্ছে মানুষের শক্তি—তাই না হে ছোকরা? সেই অস্ত্র এখন আমার অধিকারে এবং এই জেনারেল গ্রাণ্ট জাহাজও আমারই অধিকারে এখন। তাছাড়া তামার প্রভুভক্ত কুকুর ব্ল্যাকিও এখন আমারই অনুগত। সুতরাং'··· মার্শাল খুড়ো বেশ পাকাপোক্ত অভিনেতার মতোই বক্তৃতা আরম্ভ করে দিলেন। সে সবই ছিল মিলিটারী কায়দায়, তা বলাই বাহুল্য।

'সুতরাং কি বলতে চাইছেন মার্শাল খুড়ো, তাই শেষ করুন।' জন গ্রাণ্ট আর মাইকেল গ্রাহাম দুই বন্ধুতে তাকিয়ে রইলো মার্শাল খুড়োর মুখের দিকে। কড়া একটা তামাকের পাইপ ধরিয়ে নিয়ে মার্শাল খুড়ো আবার বলতে শুরু করলেন, 'সুতরাং এই জাহাজের অধিকার আমাকেই ছেড়ে দিতে হবে।'

'তার মানে?'

'মানে ওর একটাই হে ছোকরা। জাহাজের সমস্ত সোনা এখন আমার, তাই তোমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম। জন গ্রাণ্ট আর মাইকেল গ্রাহাম আর মিঃ জোন্স তোমরা এই জীবনতরীখানাতে আমি এক থেকে তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে চেপে বোসো। প্রাণে মারলে জাহান্নামেও আমার ঠাঁই হবে না, অধর্ম, সুতরাং সেরকম কিছু একটা আমি অবশ্যই করতে চাইনা।'

গতি-প্রকৃতি মোটেই ভাল নয়! জন গ্রাণ্ট, মাইকেল গ্রাহাম আর এডওয়ার্ড হেনোভার জোন্স মার্শল খুড়োর আদেশই পালন করলো। হঠাৎ ব্ল্যাকি দারুণ উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে উঠলো। কোনো একটা অজানা বিপদের সংকেত জানাতে চাইল সে। জাহাজও একবার হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দারুণভাবে পূর্বদিকে ছুটে চলতে লাগল। জাহাজের হঠাৎ এই উন্মাদের মতো গতির কারণ কেউ না বুঝলেও জন গ্রাণ্ট ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। তাই গ্রাহাম আর জোন্স উত্তেজিত হলেও সে আবার শান্ত করে দিল একটিমাত্র কথায়, 'ভগবান যা করলেন তাতে আমাদের ভালোই হলো মিঃ জোন্স ; আমি আপনি আর গ্রাহাম বেঁচে গেলাম।'

অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যিখানে জীবনতরীতে করে ওদের তিনজনকে নামিয়ে দেওয়া হলো। মার্শাল খুড়ো পিস্তলখানা নাচাতে নাচাতে নাটকীয় ভঙ্গিতে ওদের বিদায় অভিভাষণ জানালেন, 'বিদায় বন্ধুত্রয়। প্রভু যীশু তোমাদের সহায় হোন।'

'বিদায়! বিদায়!! বিদায়!!!'

ওরা তিনজনেই বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে মহাসমুদ্রে ভাসতে লাগল। নিমেষের মধ্যে জাহাজখানা ওদের থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেল। দারুণ গতি এখন ওর পালে ওর হালে এবং ওর দাঁড়ে। ব্ল্যাকি হঠাৎ চিৎকার করতে করতে উন্মত্তের মতো ঝাঁপ দিল অনন্ত মহাসাগরের বুকে। একটু পরেই ব্ল্যাকি তার প্রভু গ্রাণ্টের কাছে এসে হাজির হল সাঁতরাতে সাঁতরাতে। গ্রাণ্ট তাকে হাসি মুখে তাদের জীবনতরীতে তুলে নিল। ব্ল্যাকিও বাঁচলো তাহলে। অস্ফুটস্বরে বললো জন গ্রাণ্ট, 'শাপে বর হল আমাদের।'

'তার মানে? কি বলতে চাইছ তুমি?' জোন্স আর গ্রাহাম দুজনেই জন গ্রাণ্টের মুখের দিকে তাকাল। নিশ্চিতই কোনো একটা মানে আছে হঠাৎ এই জাহাজখানার গতিবৃদ্ধির। জন গ্রাণ্ট এবার সমস্ত কথাই ওদের দুজনকে খুলে বললো, পুবদিকে একটা ডুবো

চৌম্বক পাহাড় আছে ; তারি টানে হু হু করে ছুটে চলেছে ওই জেনারেল গ্রাণ্ট মরণ ঝাঁপ দেবার জন্যে। সোনার রেণুর সঙ্গে প্রচুর লৌহচূর্ণও মিশ্রিত আছে— তাই এই আকর্ষণ। লোহাকে চুম্বক আকর্ষণ করে তাই না ?'

তাই তো। ভগবান তাহলে আছেন। তিনি অধর্মের শাস্তি বিধান যেমন করেন তেমনি ধার্মিকদের রক্ষাও করেন। অজস্র ধন্যবাদ তোমাকে হে আমার প্রাণাধিক যীশু ভগবান। জোন্স যীশুর উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম জানাতে লাগল। তার দেখাদেখি জন গ্রাণ্ট এবং মাইকেল গ্রাহামও তার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতে ভুললো না। মানুষের সমস্ত সূক্ষ্ম শক্তির নিয়ন্তা তিনি। পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই তিনি সোনার সঙ্গে লৌহচূর্ণ যেমন মিশিয়ে রেখেছেন, তেমনি সোনার সঙ্গেই মিশিয়ে রেখেছেন হীরক নামক বহুমূল্য সম্পদটিকে। এ কথা ঈশ্বর যীশু লিখিত সুসমাচারের মধ্যেই আছে।

'একটু পরেই আমরা জেনারেল গ্রাণ্ট জাহাজখানার শেষ পরিণতি দেখতে পাবো। চৌম্বক পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ওর আর চিহ্নমাত্রও থাকবে না।'

'তাই নাকি ? কি ভয়াবহ পরিণতি।'

'অধর্মের সাজা এমনিই হয়।'

'তা একশোবার সত্যি। তুমি ঠিকই বলেছো গ্রাণ্ট।'

'ওরা কেউই বাঁচবে না। রাহু ওদের সবাইকে গ্রাস করবে এই মুহূর্তেই।'

'তাই নাকি ? মার্শাল তাহলে মিছামিছি জাহাজে, অধিকারী বলে নিজেকে গর্বিত করে তুললো।'

'অতি চালাকির পরিণতি এমনি হয়।'

অকস্মাৎ দূরে একটা দারুণ শব্দ হলো। জাহাজখানা ডুবো চৌম্বক পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। যাত্রী ও সম্পন্ন সমেত ভরাডুবি হলো জেনারেল গ্রাণ্টের চোখের সম্মুখেই। মাইকেল

গ্রাহাম আর এডওয়ার্ড হেনোভার জোন্স তার প্রত্যক্ষদর্শী। অতি লোভ, অতি অহঙ্কার, অতি অধিকারের অহমিকা এমনিভাবেই মানুষকে জীবন্ত সমাধিস্থ করতে কখনোই ছাড়ে না। মার্শাল গেল, মিঃ লয়েড গেল, মিঃ মন্টিকার্লো গেল এবং গেল কুড়িজন নাবিকও যাদের প্রচুর উৎকোচ দিয়ে মার্শাল তার বশে এনেছিলেন। সর্বোপরি এক জাহাজ সোনার গুঁড়োও অতলান্তিক মহাসাগরের জলের অতলে তলিয়ে গেল।

'এসো, ওদের মৃত আত্মার উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি।' লেখক জোন্সই কথাটা বললেন গ্রাণ্ট আর গ্রাহামকে। ব্ল্যাকি কথাটা বুঝতে পেরেছিল। চিৎকার থামিয়ে সে এবার চুপ হলো। এক মিনিট নীরব থেকে ওরা সবাই জেনারেল গ্রাণ্টের আরোহীদিগের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানালো। মৃত যারা তাদের সঙ্গে শত্রুতা রেখে লাভ কি? আর সেটা রাখাও শোভন নয়।

'ওদের আত্মার উর্ধগতি হোক্।'

'ওরা শান্তি পাক।'

'ওরা যীশুর পদাশ্রয়ে স্থান লাভ করুক।'

'ওরা সুখী হোক।'

'অনন্ত স্বর্গবাস হোক ওদের!'

'মৃত্যুর মাঝে অমৃত পাক ওরা।'

'ওদের সব অপরাধ আমরা ক্ষমা করলাম।'

'ওদের এই পাপের স্খালন হোক।'

'ওরা সবাই স্বর্গের আলো দেখুক।'

'যীশু তুমি ওদের ক্ষমা কোরো।'

ওরা তিনজনেই মৃত আত্মাদের প্রতি এই কামনাই জানালো। জীবনতরীতে চারটিমাত্র প্রাণী। অনন্ত মহাসাগরের বুকে তারা ভাসতে লাগলো। একান্ত অসহায় আর আশাশূন্য অবস্থাতেই। খাদ্য নেই, পানীয় নেই, আশা নেই, ভরসা নেই, কিছুই নেই। চারিদিকে শুধু জল আর জল। স্থলের চিহ্নমাত্রও নেই কোনো দিকে। ওরা ভাসতেই লাগলো।...

১৩

উপসংহারে শুধু এইটুকুই বলে রাখি। ওরা চারজনেই বেঁচেছিল। জন গ্রাণ্ট, মাইকেল গ্রাহাম, এডওয়র্ড হোনোভার জোন্স আর ব্ল্যাকি। আমেরিকাগামী একখানা জাহাজে ওরা উঠেছিল। না, ওঠার সামর্থ্য ছিল না ওদের। ওদের সবাইকে জীবনতরীর মাঝে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমেরিকাগামী সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন ওদের তুলে নিয়েছিলেন। তারপর ওদের দেশ ফ্লোরিডায় নামিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দেশের লোক প্রথমে ওদের চিনতে পারে নি। আত্মীয়স্বজনেরাও না। মনে করেছিল ওরা জাহাজডুবি হয়ে সবাই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। মহাসাগরের অতলান্ত জলেই তাদের সলিল সমাধি ঘটেছে। কারণ সেদিনকার প্রলয়ংকর ঝড়ের কথা আজো কেউ ভুলতে পারে নি।

যাই হোক, পরে পরিচয় দিতে ওদের সবাই চিনতে পেরেছিল। দেশের লোকেরা এবং ওদের আত্মীয়স্বজনেরা। জন গ্রাণ্ট সেই সোনার পাথরটা জহুরীর কাছে একদিন যাচাই করে সেটা যে একখানা দামী হীরা তা জানতে পারলো এবং তার দাম উঠলো কুড়ি কোটি ডলারে। ওটাকে বিক্রি করে জন গ্রাণ্ট সেটা চারটি সমানভাগে ভাগ করে একটা ভাগ দিল গ্রাহামকে, একটা ভাগ দিল জোন্সকে, আর একটা ভাগ নিজে এবং অন্য বাকি ভাগটা ক্রীতদাস হাবসী ও ব্ল্যাকি কুকুরকেই দিয়েছিল। প্রভুভক্তির উপযুক্ত পারিতোষিক এটা।

তাইতে ওরা সবাই বড়লোক হয়ে গিয়েছিল—আরো বড়লোক। কুকুর ব্ল্যাকির মৃত্যু হলে ওর টাকা দিয়ে জন গ্রাণ্ট একটা অতিথিশালা

আর ব্ল্যাকির মৃতদেহের কবরের ওপর একটা সমাধিমন্দির তৈরি করে দিয়েছিল। একটা নূতন কীর্তি বটে। ব্ল্যাকির সমাধিমন্দিরের সম্মুখে শ্বেত পাথরের খোদাই করা আছে এই কয়টি কথা কবিতার ভাষাতেই, যেটি রচনা করে দিয়েছিলেন এই 'সুবর্ণ নদীর স্বর্ণরেণু'র স্বয়ং এডওয়ার্ড হেনোভার জোন্স, 'ব্ল্যাকি কুকুর হলেও মহৎ প্রাণ এবং প্রভুভক্ত। তার শোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে তার প্রভুর এই সামান্য দান তার প্রভুভক্তির জন্যই।'

তোমরা যদি কোনদিনও কেউ এই ফ্লোরিডাতে যাও, তবে সমুদ্রের ধারে প্রভুভক্ত কুকুর ব্ল্যাকির এই শ্বেত পাথরের নির্মিত সমাধিমন্দির-খানি অবশ্যই দেখতে পাবে। হ্যাঁ, তারই পাশে ক্রীতদাস হাবসীরও সমাধিমন্দির একটা দেখতে পাবে, যে তার নিজের প্রাণ দিয়ে প্রভুর প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

॥ শেষ ॥